প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
www.pkb.gov.bd

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

পরিপত্র নং: ০৮/২০২৫ তারিখঃ ০৪.০৩.২০২৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ (১) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক-অর্থায়ন ঋণ ২য় পর্যায় তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণ এবং
(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক-অর্থায়ন ঋণ ১ম পর্যায় তহবিল থেকে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত অর্থ থেকে পুনরায় ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত।

বিদেশে গমনেচ্ছু বাংলাদেশী নাগরিকদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে উৎপাদনশীল প্রকল্পসহ বিভিন্ন আয় উৎসারী খাতে ঋণ প্রদানের নিমিত্ত অত্র ব্যাংকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দ্বিতীয় পর্যায়ে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা প্রাক-অর্থায়ন (Pre-finance) ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে (যার প্রেক্ষিতে পরিচালনা পর্ষদের ২৭.০১.২০২৫ তারিখের ১৩০তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ০৩.০২.২০২৫ তারিখে একটি 'ঋণ চুক্তিপত্র' স্বাক্ষরিত হয়েছে)।

উপর্যুক্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের তহবিল এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্তানুযায়ী প্রথম পর্যায়ের তহবিল (বিদ্যমান লোন কোড: অভিবাসন ঋণ-৫০৪; পুনর্বাসন ঋণ-৫১৪ এবং অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ-৫২২) হতে (যা শুরু হয়েছে ০৯.০২.২৩ তারিখে এবং শেষ হয়েছে ২৯.০২.২৪ তারিখে) বিতরণকৃত ঋণের আদায় হতে নতুনভাবে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ

১) **গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ**

(ক) অত্র ব্যাংকের চলমান অভিবাসন ঋণ নীতিমালা (পরিপত্র নং ৪৫/২০২২; তারিখঃ ২৩.০৬.২০২২ খ্রিঃ), পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা (পরিপত্র নং ১০-১/২০২৩; তারিখঃ ২৪.০৭.২০২৩ খ্রিঃ) ও অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ নীতিমালা (পরিপত্র নং ০১/২০২৫; তারিখঃ ১৩.০১.২০২৫ খ্রিঃ) এর আলোকে শুধু অনুচ্ছেদ নং-৫ এ উল্লিখিত খাতের আওতায় বিবেচিত গ্রাহকগণ এ তহবিলের আওতায় ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন (কপি সংযুক্ত)।

(খ) এ তহবিলের আওতায় প্রদত্ত ঋণের অর্থ কোনোভাবেই প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক বা অন্য কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান হতে গ্রাহকের ইতঃপূর্বে গৃহীত ঋণ পরিশোধ/সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

(গ) খেলাপি ঋণ গ্রহীতা এ তহবিলের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

২) **ঋণের খাত ও গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ সীমাঃ**

ঋণের খাত ও গ্রাহক পর্যায়ে ঋণসীমা নির্ধারণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অত্র ব্যাংকের ঋণ নীতিমালা (দলিলায়ন, চার্জ ডকুমেন্ট, জামানত, হিসাব পদ্ধতি, ঋণ ইক্যুইটি অনুপাত) অনুসরণ করতঃ অভিবাসন ঋণ, পুনর্বাসন ঋণ ও অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ খাতে বিতরণযোগ্য হবে।

৩) **বিশেষ শর্তাবলিঃ**

এই তহবিলের আওতায় অভিবাসন ঋণ সুবিধা গ্রহণকারী কর্তৃক আবশ্যিকভাবে প্রবাসী আয়ের রেমিটেন্স ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংক, ডিজিটাল ব্যাংক বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস) প্রেরণ করতে হবে। সুবিধাভোগী কর্তৃক ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে।

রেমিটেন্স ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে (ব্যাংক, ডিজিটাল ব্যাংক বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস) প্রেরণের বিষয়টি ঋণ মঞ্জুরি পত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এ বিষয়ে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে (অঙ্গীকারনামার কপি সংযুক্ত)।

৪) **গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদঃ**

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ অভিবাসন ঋণ, পুনর্বাসন ঋণ ও অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত হবে।

৫) **তহবিল বরাদ্দঃ**

শাখায় বরাদ্দকৃত উক্ত অর্থ অত্র ব্যাংকের বিদ্যমান অভিবাসন ঋণ, পুনর্বাসন ঋণ ও অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রতিটি ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৬) **ঋণের সুদের হারঃ**

(ক) দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাক-অর্থায়নকৃত তহবিলের আওতায় সকল ঋণ যথাঃ অভিবাসন ঋণ, পুনর্বাসন ঋণ ও অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণের সুদহার হবে বার্ষিক ৮% (সরল সুদ)।

(খ) এছাড়া প্রথম পর্যায়ের তহবিল (বিদ্যমান লোন কোড: অভিবাসন ঋণ-৫০৪; পুনর্বাসন ঋণ-৫১৪ এবং অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ-৫২২) এর বিতরণকৃত ঋণের আদায় হতে নতুনভাবে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সুদহারও হবে বার্ষিক ৮% (সরল সুদ)।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
www.pkb.gov.bd

৭) **রিপোর্ট ও মনিটরিং:**
শাখা ব্যবস্থাপক ও অঞ্চল প্রধানগণকে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাক-অর্থায়ন তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায় সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সমন্বিত বিবরণী সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে-মর্মে প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে অঞ্চল প্রধানগণের স্বাক্ষরে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবর দাখিল করতে হবে।

৮) **শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনঃ**
বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ শ্রেণিকরণ করতে হবে এবং প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

৯) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাংক রেটে ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকা প্রাক-অর্থায়ন (Pre-Finance) তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম অত্র ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ে অত্র সার্কুলার জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

১০) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাংক রেটে ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকা প্রাক-অর্থায়ন (Pre-Finance) তহবিল হতে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত হিসাবায়ন পৃথকভাবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে Bank Ultimus (CBS) সফটওয়্যারে নিম্নোক্ত শিরোনামে নতুন Code খোলা হয়েছে। হিসাবায়নের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট Code ব্যবহার করতে হবে।

Product Code	Product Name	Short Name
506	MIGRATION LOAN (BB PREFINANCE PHASE-2)	MLBBP2
516	REINTEGRATION LOAN (BB PREFINANCE PHASE-2)	RLBBP2
523	OVIBASI BRIHOT PORIBAR LOAN BB PREFINANCE PHASE-2	OLBBP2

এছাড়া প্রথম পর্যায়ের তহবিল (বিদ্যমান লোন কোড: অভিবাসন ঋণ-৫০৪; পুনর্বাসন ঋণ-৫১৪ এবং অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ-৫২২) এর বিতরণকৃত ঋণের আদায় হতে নতুনভাবে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে হিসাবায়ন পৃথকভাবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে Bank Ultimus (CBS) সফটওয়্যারে নিম্নোক্ত শিরোনামে নতুন Code খোলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য সার্কুলার জারির পর থেকে প্রথম পর্যায়ের তহবিল থেকে আদায়কৃত অর্থ বিতরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান লোন কোড: অভিবাসন ঋণ-৫০৪; পুনর্বাসন ঋণ-৫১৪ এবং অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ-৫২২ ঋণ হিসাবসমূহ হতে যে পরিমাণ টাকা আদায় হবে; শাখা ব্যবস্থাপক ঐ পরিমাণ টাকা নিম্নোক্ত প্রোডাক্ট কোডে বিতরণ করতে পারবেন। উক্ত বিতরণ প্রথম পর্যায়ের তহবিল হতে বিতরণ হয়েছে-মর্মে হিসাবায়ন হবে।

Product Code	Product Name	Short Name
507	MIGRATION LOAN RE-DISBURSEMENT BB PREFINANCE PH-1	MRDBB1
517	REINTEGRATION LOAN RE-DIS BB PREFINANCE PH-1	RRDBB1
524	OVIBASI BRI PORI LOAN RE-DIS (BB PREFINANCE PH-1)	ORDBB1

১১) হ্রাসকৃত সুদের হারের সুবিধা ০৪.০৩.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। ইতঃপূর্বে মঞ্জুরিকৃত ঋণের সুদের হার মঞ্জুরি পত্রের শর্ত অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকবে।

১২) এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকা প্রাক-অর্থায়ন (Pre-Finance) তহবিল এবং প্রথম পর্যায়ের তহবিল অর্থাৎ (বিদ্যমান লোন কোড: অভিবাসন ঋণ-৫০৪; পুনর্বাসন ঋণ-৫১৪ এবং অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ-৫২২) এর আদায়কৃত অর্থ হতে নতুনভাবে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের চলমান অভিবাসন ঋণ, পুনর্বাসন ঋণ ও অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণের নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য সকল অঞ্চল প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপককে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৪/৩/২০২৫
(মোঃ হারুন অর রশীদ)
উপমহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান

০৪/০৩/2025
(মোহাঃ মাহবুবুল ইউনুস)
মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও পরিচালন)

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

সংশ্লিষ্ট শাখার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সম্বলিত বিবরণ
সংযুক্ত করুন

অঙ্গীকারনামা

আমি....., পিতাঃ....., মাতাঃ....., ঠিকানা: গ্রামঃ.....
ডাকঘরঃ....., থানাঃ....., জেলাঃ.....। আমি নিজে এবং আমার পরিবারকে স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে.....বৈধভাবে গমনের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, ...শাখা হইতে অভিবাসন ঋণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক।

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, বিদেশে যাইবার পর আমার উপার্জিত অর্থ বৈধ পন্থায় ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরণ করিব।

স্বাক্ষরঃ
নামঃ
এনআইডি/পাসপোর্ট নং:

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

সংশ্লিষ্ট শাখার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সম্বলিত বিবরণ
সংযুক্ত করুন

ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা

আমি/আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমি/আমরা সকলে জনাব ..... এর জামিনদার হতে সম্মত হয়েছি এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে জনাব ..... কর্তৃক .....(কথায়ঃ.....) ..... তারিখে ঋণ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সংলগ্নিসমেত গৃহীত অভিবাসন ঋণের টাকা জনাব ..... এর অবর্তমানে আমি/আমরা সকলে ব্যাংকে এসে ঋণ সময়মতো পরিশোধ করবো এবং ব্যাংকের সকল নিয়ম কানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকবো এবং আমি/আমরা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, জনাব ..... যদি ভিসা সংক্রান্ত কোন জটিলতা অথবা অন্য যে কোন কারণে বিদেশ হইতে ফেরত আসেন; সে ক্ষেত্রে আমি/আমরা ঋণের সমস্ত টাকা এককালীন পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব।

আমরা অত্র ব্যাংকের যাবতীয় শর্ত মানিয়া স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করিলাম।

জামিনদারের স্বাক্ষর ও তারিখসহঃ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

সংশ্লিষ্ট শাখার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সম্বলিত বিবরণ
সংযুক্ত করুন

ব্যবস্থাপক
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
..... শাখা।

ঋণ প্রাপ্তি স্বীকার পত্র

জনাব,

আমি আপনার ব্যাংক হতে তৃতীয় পক্ষকে জামিনদার করে বিদেশে গমনের জন্য .....(কথায়ঃ.....) টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছি। আমি স্বীকার এবং অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই দেনা আমি .....তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিব। আমাকে উক্ত তারিখ পর্যন্ত সময় দিয়া বাধিত করিবেন।

ঋণ গ্রহীতার নাম: .....
স্বাক্ষর:
তারিখ:.....।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন,
৭১/৭২,পুরাতন এ্যালিফেন্ট রোড,ইস্কাটন,ঢাকা-১০০০।

"মুজিববর্ষের সেবা নিন
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহজ ঋণ।"

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

তারিখঃ ২৩.০৬.২০২২

পরিপত্র নং-৪৫/২০২২

বিষয়ঃ "অভিবাসন ঋণ" নীতিমালা এর সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ০৮.০৬.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮৯তম সভায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সহজীকরণ এবং গ্রাহকদের দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সংশোধিত "অভিবাসন ঋণ" নীতিমালা (পরিশিষ্ট-'ক') অনুমোদন করে (পর্ষদের সিদ্ধান্ত ও সংশোধিত "অভিবাসন ঋণ" নীতিমালা পরিশিষ্ট-'ক' কপি সংযুক্ত)।

২.০ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধিত "অভিবাসন ঋণ" নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

Rahman
২৩.০৬.২০২২
মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও
বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

অনুলিপিঃ
০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও পরিচালন) মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। মহাব্যবস্থাপক (আইসিসি, আইটি ও পরিচালন) মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। বিভাগীয় প্রধান, আইটি বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৫। অফিস কপি।

(৯)

অভিবাসন ঋণ নীতিমালা (সংশোধিত)

বাংলাদেশী কোন নাগরিক চাকরির উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেশে গমন করলে বা বিদেশে চাকুরীরত অবস্থায় দেশে ছুটিতে এসে পুনরায় বিদেশ গমনের জন্য উক্ত ব্যক্তির ঋণ আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করবে,যা অভিবাসন ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

(১) ঋণ পাওয়ার যোগ্যতাঃ

ক. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
খ.শাখার অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
গ. বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে;
ঘ. কোন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ এনজিও অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি ব্যক্তি অত্র ব্যাংক হতে ঋণ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

(২) ঋণের আবেদন ফরমঃ

বিনামূল্যে সরবরাহকৃত ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন দাখিল করতে হবে।

(৩) প্রসেসিং ফিঃ

ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ০.৫০% প্রসেসিং ফি প্রদান করতে হবে। ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে প্রসেসিং ফি নগদে আদায় করতে হবে।

(৪) ডকুমেন্টেশন ফিঃ

ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ০.৫০% ডকুমেন্টেশন ফি প্রদান করতে হবে। ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ডকুমেন্টেশন ফি নগদ আদায় করতে হবে।

৫) ঋণের জামিনদারের যোগ্যতাঃ

(i) ঋণ পরিশোধে সক্ষম ঋণ আবেদনকারীর পিতা/ মাতা/ ভাই/ বোন/ স্বামী/ স্ত্রী/ নিকটতম আত্মীয়-স্বজন জামিনদার হতে পারবেন। উল্লেখিত ব্যক্তি ব্যতিত ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন ব্যক্তি যিনি চাকরি/ ব্যবসা/ বানিজ্য করেন অথবা আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তি ও জামিনদার হতে পারবেন।
(ii) প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রে নূন্যতম ০২(দুই) জন জামিনদার নিতে হবে।
(iii) একজন জামিনদার সর্বোচ্চ ০২(দুই) জন ঋণ গ্রহীতার জামিনদার হতে পারবেন সেক্ষেত্রে জামিনদারের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা থাকতে হবে।
(iv) জামিনদার কে শাখার অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

(৬) আবেদনকারীর/জামিনদারের স্থায়ী ঠিকানাঃ

নিজ নামে অথবা পিতা/ মাতা/ স্বামী/ স্ত্রীর নামে যে এলাকায় বাড়ী থাকবে অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র কার্ডে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানা আবেদনকারীর/ জামিনদারের স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৭) সুদের হারঃ

ক) সুদের হার হবে ৯% সরল সুদ। কোন ঋণ গ্রহীতার ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হলে সেক্ষেত্রে ঋণের উপর অতিরিক্ত ২% হারে সুদ চার্জ হবে।
খ) সুদের হার পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে।

(৮) ঋণ সীমাঃ

ক) নতুন ভিসার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা;
খ) রি-এন্ট্রি ভিসার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা।

(৯) ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধসূচীঃ

০২ (দুই) মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধিত হবে। নতুন ভিসা এবং রি-এন্ট্রি ভিসা উভয়ের ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর।

(১০) ঋণ আবেদন নিষ্পত্তিঃ

আবেদনকারী কর্তৃক যথাযথ কাগজপত্রসহ আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবস।

(১১) সঞ্চয়ী হিসাবঃ

ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামূলকভাবে ৫০০/- (পাঁচশত) জমা করে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং ঋণ গ্রহীতাকে রেমিন্টেন্সের টাকা উক্ত সঞ্চয়ী হিসাবে মাধ্যমে প্রেরণ ও সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

(১২) ঋণ মঞ্জুরী/ ব্যবসায়িক ক্ষমতাঃ

ক) ঋণমঞ্জুরী/ ব্যবসায়িক ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর উপর ন্যস্ত থাকবে।

খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর আংশিক বা সামগ্রিকভাবে অর্পন (Delegation) করতে পারবেন।

গ) সকল স্তরের কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাময়িকভাবে রহিত/স্থগিত করতে পারবেন।

(১৩) হিসাব পদ্ধতিঃ

ঋণের বিতরণ, আদায়, সুদ চার্জ, আদায়কৃত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর ইত্যাদির হিসাব পদ্ধতি বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিভাগ হতে আলাদা নির্দেশনা জারী করা হবে। তদুপরি সুদ হিসাবায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

০১। নিম্নরূপভাবে ঋণ হিসাবে সুদ আরোপ করতে হবেঃ

(ক) বার্ষিক ৯% সরল সুদ আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রোডাক্টকে ৩৬০ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

উদাহরণঃ এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে সুদ চার্জের ক্ষেত্রে

$$\text{সুদ} = \frac{\text{আসল} \times ৯১ \times \text{সুদহার}}{৩৬০ \times ১০০}$$

সুদ হিসাবায়নের উদাহরণ নিম্নরূপঃ

১৫/১০/২০১০ খ্রি: তারিখে অভিবাসন/ পূণর্বাসন ঋণ খাতে =৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ ০৩ বছর মেয়াদে মঞ্জুর করা হ'ল। ২৫/১০/২০১০ খ্রি: তারিখে ঋণের ১ম কিস্তি এবং ০৫/১১/২০১০ খ্রি: ২য় কিস্তির টাকা বিতরণ করা হ'ল। ঋণটির ১ম বছর পূর্তি হবে ২৪/১০/২০১১ খ্রি: তারিখে, ২য় বছর পূর্তি হবে ২৪/১০/২০১২ খ্রি: এবং ৩য় বছর পূর্তি হবে ২৪/১০/২০১৩ খ্রি: তারিখে। ১ম বছর =১৬,০০০/-, ২য় বছর =১৭,০০০/- এবং ৩য় বছর =১৭,০০০/- আদায় হলে ১ম বছর শেষে ঋণের স্থিতি দাড়াবে (৫০,০০০-১৬,০০০)=৩৪,০০০/- এবং ২য় বছর শেষে স্থিতি দাড়াবে (৩৪,০০০-১৭,০০০)=১৭,০০০/- এবং ৩য় বছর শেষে স্থিতি দাড়াবে (১৭,০০০-১৭,০০০/-)= ০/- (শূন্য)। উক্ত ঋণের উপর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিম্নরূপ সুদ হিসাবায়ন করতে হবেঃ

২৫/১০/১০খ্রি: হতে ৩১/১২/১০খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৬৮দিনের সুদ

$$\frac{৫০,০০০/- \times ১২ \times ৬৮}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১১৩৩.৩৩ টাকা বা ১১৩৩/-

০১/০১/১১ খ্রি: হতে ৩১/০৩/২০১১ খ্রি: পর্যন্ত ৯০ দিনের সুদ

$$\frac{৫০,০০০/- \times ১২ \times ৯০}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১৫০০/-

০১/০৪/১১ খ্রি: হতে ৩০/০৬/১১ খ্রি: পর্যন্ত ৯১ দিনের সুদ

$$\frac{৫০,০০০/- \times ১২ \times ৯১}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১৫১৬/-

০১/০৭/১১খ্রি: হতে৩০/০৯/১১ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৯২ দিনের সুদ

$$\frac{৫০,০০০/- \times ১২ \times ৯২}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১৫৩৩/-

ঋণটি ২৪/১০/২০১১খ্রি: তারিখে বর্ষপূর্তি হবে। সুতরাং বর্ষপূর্তি পর্যন্ত ০১ নং সূত্রানুসারে এবং ২৫/১০/২০১১খ্রি: তারিখ হতে ২৪/১০/২০১২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ০২ নং সূত্রানুসারে হিসাবায়ন করতে হবেঃ

০১/১০/১১খ্রি: হতে ২৪/১০/১১খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের সুদ (০১ নং সুত্রানুসারে)

$$\frac{৫০,০০০/- \times ১২ \times ২৪}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৪০০/-

২৫/১০/১১ খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১১ খ্রি: পর্যন্ত ৬৮ দিনের সুদ (০২ নং সুত্রানুসারে)

$$\frac{৩৪,০০০/- \times ১২ \times ৬৮}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৭৭১/-

মোট= ১১৭১

০১/০১/১২খ্রি: হতে ৩১/০৩/১২খ্রি: পর্যন্ত ৯০ দিনের সুদ

$$\frac{৩৪,০০০/- \times ১২ \times ৯০}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১০২০/-

০১/০৪/১২ খ্রি: হতে ৩০/০৬/১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৯১ দিনের সুদ

$$\frac{৩৪,০০০/- \times ১২ \times ৯১}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১০৩১/-

০১/০৭/১২ খ্রি: হতে ৩০/০৯/১২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৯২ দিনের সুদ

$$\frac{৩৪,০০০/- \times ১২ \times ৯২}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১০৪৩/-

২৪/১০/২০১২খ্রি: তারিখে ঋণের ২য় বর্ষপূর্তি হবে। এক্ষেত্রে ২৪/১০/২০১২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের সুদ ২৪/১০/২০১২খ্রি: তারিখের স্থিতির উপর এবং ২৫/১০/২০১২খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৬৮ দিনের সুদ ০৩ নং সূত্রানুসারে ২৪/১০/২০১৩ খ্রি: তারিখের স্থিতির উপর হিসাবায়ন করতে হবেঃ

০১/১০/১২খ্রি: হতে ২৪/১০/১২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের সুদ

$$\frac{৩৪,০০০/- \times ১২ \times ২৪}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ২৭২/-

২৫/১০/১২খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১২ খ্রি: পর্যন্ত ৬৮ দিনের সুদ

$$\frac{১৭,০০০/- \times ১২ \times ৬৮}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৩৮৫/-

মোট= ৬৫৭/-

০১/০১/১৩খ্রি: হতে ৩১/০৩/১৩খ্রি: পর্যন্ত ৯০ দিনের সুদ

$$\frac{১৭০০০/- \times ১২ \times ৯০}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৫১০/-

০১/০৪/১৩খ্রি: হতে ৩০/০৬/১৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৯১ দিনের সুদ

$$\frac{১৭০০০/- \times ১২ \times ৯১}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৫১৬/-

০১/০৭/১৩খ্রি: হতে ৩০/০৯/১৩খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৯২ দিনের সুদ

$$\frac{১৭০০০/- \times ১২ \times ৯২}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৫২২/-

০১/১০/১৩খ্রি: হতে ২৪/১০/১৩খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের সুদ

$$\frac{১৭০০০/- \times ১২ \times ২৪}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১৩৬/-

পরিচালনা পর্ষদের ২৯.০৬.২০২১ তারিখের ৮১ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী CBS বাস্তবায়ন সাপেক্ষে EMI (Equal monthly Installment) পদ্ধতিতে অত্র ব্যাংকের অভিবাসন ঋণের সুদ আরোপ এবং কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে।

০২। সুদ আরোপ সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মাবলীঃ

(ক) ত্রৈমাসিক (ডিসেম্বর, মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে) ভিত্তিতে সুদ হিসাব করতে হবে। এতদ্ব্যতীত ঋণ পূর্ণপরিশোধ, মামলা দায়ের, ঋণ দ্বৈভাগীকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুদ মওকুফের আবেদন গ্রহণের সময় সুদ আরোপ করতে হবে।

(খ) কোন ঋণ হিসাবে কিস্তি/ পাওনা আদায়ের পর ঋণ খতিয়ানে পোস্টিং কালে সুদের ডেবিট স্থিতি থাকলে প্রথমে তা ক্রেডিট করতে হবে। আদায়কৃত টাকা সুদের ডেবিট স্থিতি অপেক্ষা বেশী হলে সুদের ডেবিট স্থিতি সম্পূর্ণ ক্রেডিট করার পর অবশিষ্ট টাকা আসলে ক্রেডিট করতে হবে। ঋণ হিসাবে কিস্তি বা পাওনা আদায়ের পর সুদ ডেবিট স্থিতি না থাকলে আদায়কৃত টাকা ঋণের আসলে ক্রেডিট করতে হবে।

০৩)অর্থ ঋণ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে মামলা/ মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে সুদ হিসাব সম্পর্কিত নিয়মাবলীঃ

মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে মামলা রুজুর সময় ও পরবর্তীতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি, আইনজীবীর ফি ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ/ব্যয় "আইন খরচ খাত" ডেবিট করে নির্বাহ করতে হবে এবং তা পৃথক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ঋণ আদায়ের সাথে সাথে মামলা খরচ/ ব্যয়সমূহের আদায় নিশ্চিত করতে হবে এবং তা "বিবিধ আয় খাতে" হিসাবায়ন করতে হবে। মামলা রুজুর পর দাবীকৃত টাকা সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঋণ হিসাবে কোন সুদ চার্জ করা যাবে না। ব্যাংকের দাবীকৃত টাকা পরিশোধের পর হিসাব বন্ধের সময় প্রযোজ্য হারে সুদ চার্জ করে তা আদায় নিশ্চিত করত হবে। উল্লেখ্য যে, মামলা সংক্রান্ত ব্যয়ের উপর কোন সুদ চার্জ করা যাবে না।

১৪) ঋণ আদায় কার্যক্রমঃ

ক) প্রবাসে গমনেচ্ছুক ঋণ গ্রহীতার নিকটতম ব্যক্তি অথবা তার জামিনদার (Principal Gurantor) কে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক কিস্তি পরিশোধকারীর নামসহ কিস্তি ফেরত প্রদানের অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

খ) জামিনদার কর্তৃক ঋণ পরিশোধে অসুবিধা/ বিলম্ব হলে যুক্তিসংগত কারণসহ তা যথাসময়ে জানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) ঋণের কিস্তি আরম্ভ হওয়ার সঠিক তারিখ ঋণ গ্রহীতা এবং জামিনদারকে জানানো হবে। তিনি ঐ সময় থেকে নিয়মিতভাবে কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

ঘ) রেমিটেন্স প্রেরণ কার্যক্রম প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত ঋণ গ্রহীতার হিসাব কার্যকর হবে এবং ঐ হিসাবের মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঙ) ঋণ আদায় নিবিড় পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় তদারককারী সংস্থা/ ব্যক্তি নিয়োগ করা যাবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

চ) কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির জামিনদার (Principal Gurantor) এর ব্যর্থতা গণ্য করে ২য় জামিনদার মাধ্যমে তা আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ছ) নিধারিত তারিখে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার বিষয় এসএমএস/ পত্রের মাধ্যমে জানানো হবে এবং তাগাদা দেয়া হবে।

জ) নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায়ের সকল কলা কৌশল (ঋণ আদায়ের কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা) ব্যর্থ হলে ঋণ খেলাপির বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ঝ) শাখায় ঋণের কিস্তি ও অন্যান্য অর্থ ব্যাংকের প্রচলিত জমা রশিদ, MFS, EFTN ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

(১৫) ঋণের চার্জ ডকুমেন্টঃ

১) ডিপি নোট;
২) ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার;
৩) লেটার অব গ্যারান্টি (তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি);
৪) লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট;

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র/ দলিলপত্রাদিঃ

১) বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণাপত্র;
২) ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা;
৩) ঋণ গ্রহীতার ঋণপ্রাপ্তি স্বীকারপত্র;
৪) চেক জমা করণের স্মারকলিপি/ মেমোরেন্ডাম অব চেক, ঋণ গ্রহীতা/জামিনদার কর্তৃক সম্পাদিত;
৫) লেটার অব রিভাইভাল (Revival Letter)।

(১৬) এছাড়াও ঋণ সংক্রান্ত কতিপয় নির্দেশনা নিম্নে দেয়া হলো-

(১) একই দিন একাধিক ঋণ বিতরণ করা হলে প্রতিটি ঋণের জন্য আলাদা ভাউচার করতে হবে;

(২) ঋণ আবেদনকারীর ছবি, ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে কর্মরত সহকারী অফিসার হতে তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার যেকোন কর্মচারী কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। ঋণের জামিনদারের ছবি আবেদনকারী কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

(১৭) অভিবাসন ঋণ আবেদনের প্রাক যোগ্যতামূলক কাগজপত্রঃ

ক) ঋণ আবেদনকারীর সদ্য তোলা ৩ (তিন) কপি পাসর্পোট সাইজের ছবি। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানার পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদের সার্টিফিকেট এর ফটোকপি।

খ) ঋণ আবেদনকারীর পাসপোর্ট, ভিসার ফটোকপি। শুধুমাত্র স্থানীয় ভাষার ভিসার ক্ষেত্রে (ইংরেজী ভাষা ব্যাতীত) অনুবাদকৃত কপি। ম্যানপাওয়ার (বিএমইটি) স্মার্ট কার্ডের ফটোকপি (রি-এ্যান্টি ভিসার ক্ষেত্রে বিএমইটি স্মার্ট কার্ড বাধ্যতামূলক নয়)। লেবার কন্ট্রাক্ট পেপার (লেবার কন্ট্রাক্ট পেপার বাধ্যতামূলক নয়)

গ) ঋণ আবেদকারীর জামিনদারের প্রত্যেকের সদ্য তোলা ১ কপি পাসর্পোট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানার পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদের সার্টিফিকেট এর ফটোকপি।

ঘ) জামিনদারদের যেকোন একজনের স্বাক্ষরকৃত ০৩টি চেকের পাতা (ঢাকা সিটির ক্ষেত্রে MICR চেক বাধ্যতামুলক) ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের হিসাবের সার্টিফিকেট (Statement of Account) অথবা হিসাব খোলার সার্টিফিকেট।

ঙ) আবেদনকারীর বিদেশের কর্মস্থলের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর/ ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি (যদি সম্ভব হয়)।

১৮) ঋণ বিতরণ পদ্ধতিঃ

মঞ্জুরীকৃত ঋণ ০১টি কিস্তির মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতার নামে A/CPayee চেকের মাধ্যমে বিতরণ অথবা অত্র ব্যাংকে ঋণ গ্রহীতার নিজ নামীয় হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে।

(১৯) ঋণ ঝুকি আচ্ছাদন স্কীমঃ

আদায় ও আইন বিভাগ কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদ হতে অনুমোদিত ঋণ ঝুঁকি আচ্ছাদনস্কীম অনুসারে ঋণ ঝুঁকি আচ্ছাদনের চাঁদা আদায় এবং ঋণের দায় সমন্বয় করা হবে। এ ব্যাপারে ঋণ আদায় বিভাগের সর্বশেষ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

-------- o --------

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১০০০
www.pkb.gov.bd

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

পরিপত্র নং-১০-১/২০২৩ তারিখঃ ২৪.০৭.২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা জারিকরণ প্রসঙ্গে।

পরিচালনা পর্ষদের ০৮.০৬.২০২৩ তারিখের ১০৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঋণের আবেদন ফরম ফি, প্রসেসিং ফি, ডকুমেন্টেশন ফি ও সার্ভিস চার্জ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ সংশোধন করে একটি পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন ঋণ নীতিমালা প্রস্তুত করে সকলের সদয় অবগতি ও কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২.০ এখন থেকে পুনর্বাসন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক (২৬ পাতা)।

24/7/23

(মোঃ শাহিদুর রহমান)
উপমহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

শাখা ব্যবস্থাপক (সকল)
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্যে);
২. উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্যে);
৩. মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্যে);
৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৫. অফিস কপি।

২৪.০৭.২০২৩

(মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান)
এসপিও এবং ইউনিট প্রধান
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

(১৪)

পুনর্বাসন ঋণ

বাংলাদেশী কোন নাগরিক চাকুরীর উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেশে গমন করার পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা নিয়োগদাতা কর্তৃক হয়রানির কারনে স্বদেশে ফিরে আসার পর স্বাবলম্বি হওয়ার ইচ্ছায় কোন ধরনের প্রকল্প শুরু করলে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক ঐ ব্যাক্তির ঋণের আবেদনের প্রক্ষিতে সহজ শর্তে জামানতে বা জামানত ব্যাতিরেকে ঋণ প্রদান করবে যা পূণর্বাসন ঋণ হিসাবে আখ্যায়িত হইবে।

(০১) ঋণ পাওয়ার যোগ্যতাঃ

ক) বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে;

খ) প্রকল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এলাকায় অবস্থিত শাখায় ঋণের আবেদন করতে হবে (পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১)।

গ) বয়স সাধারনত: ১৮ বৎসর বা তদুর্দ্ধ হতে হবে।

ঘ) প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি যুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্য অথবা বানিজ্যিক ব্যবসা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা থাকতে হবে।

চ) অন্য কোন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ এনজিও অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি যোগ্য বিবেচিত হবে না।

ছ) বিদেশ হতে ফেরত এসেছেন মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকতে হবে।

(০২) ক.ঋণের আবেদন ফর্মঃ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনকারীকে বিনামূল্যে আবেদন ফর্ম বিতরণ করতে হবে।

খ. প্রসেসিং ফিঃ ঋণগ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ০.৫০% প্রসেসিং ফি (সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা) প্রদান করতে হবে। ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণগ্রহীতার নিকট হতে প্রসেসিং ফি (ভ্যাটসহ) ঋণগ্রহীতার এ ব্যাংকের সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবে জমাপূর্বক সংশ্লিষ্ট খাতে স্থানান্তর করতে হবে। সার্ভিস চার্জ বাবদ কোন ফি আরোপ/আদায় করা যাবে না।

গ. ডকুমেন্টেশন ফিঃ ঋণগ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ০.৫০% ডকুমেন্টেশন ফি (সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা) প্রদান করতে হবে এবং ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণগ্রহীতার নিকট হতে ডকুমেন্টেশন ফি (ভ্যাটসহ) ঋণগ্রহীতার এ ব্যাংকের সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবে জমাপূর্বক সংশ্লিষ্ট খাতে স্থানান্তর করতে হবে।

(০৩) ঋনের গ্যারান্টারের যোগ্যতাঃ

ঋণ পরিশোধে সক্ষম ঋণ আবেদনকারীর পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী/ভাই/বোন/নিকটতম আত্নীয় এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন ব্যক্তি যিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল ও সমাজে গণ্যমান্য তিনিও গ্যারান্টর হতে পারবেন (পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১)।

(০৪) আবেদনকারীর/গ্যারান্টারর স্থায়ী ঠিকানাঃ

নিজ নামে অথবা পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রীর নামে যে এলাকায় বাড়ী থাকবে অথবা জাতীয় পরিপত্র কার্ডে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানা আবেদনকারীর/গ্যারান্টারর স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে বিবেচিত হবে।

(০৫) শাখার অধিক্ষেত্রের বাহিরের আবেদনকারীকে ঋণ প্রদানঃ

ক) শাখার অধিক্ষেত্রের বহিরে ঋণ প্রদান করা হলে ঋণ আবেদনকারীর স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণ স্বরূপ জাতীয় পরিপত্র কার্ড, ইউপি চেয়ারম্যান/ কমিশনার প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহন করতে হবে। স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তা যাচাই করতে হবে।

খ) প্রারম্ভিক অবস্থায়, অধিক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট না থাকলেও যখন অধিক্ষেত্র নির্ধারন হবে সে সময় শাখার অধিক্ষেত্রের বহিরে ঋণ প্রদান করা হলে ঋণ আবেদনকারীর স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণ স্বরূপ জাতীয় পরিচয়পত্র কার্ড, ইউপি চেয়ারম্যান/ কমিশনার প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহন করতে হবে। স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তা যাচাই করতে হবে।

(০৬) মুনাফার হারঃ

পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে। বর্তমানে মুনাফার হার হবে ৯% ফ্ল্যাট রেট (পরিচালনা পর্ষদের ৩০.০৬.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-১১/২০১৯ তারিখঃ ০১.০৭.২০১৯) এবং মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯% এর পরিবর্তে ২% হ্রাস করে ৭% নির্ধারণ করা হয় (পরিচালনা পর্ষদের ১০.০৯.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭০ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-১৪/২০২০ তারিখঃ ১৩.০৯.২০২০)।

কোন ঋণ গ্রহীতার ঋন মেয়দোত্তীর্ণ হলে সেক্ষেত্রে ঋণের উপর অতিরিক্ত ২% (পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০৪.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬৬ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২০ তারিখঃ ৩১.০৫.২০২০) হারে মুনাফা চার্জ হবে। মুনাফার চার্জ পদ্ধতি অভিবাসন ঋণের হিসাবায়ন পদ্ধতির অনুরূপ হবে।

(০৭) ঋণ সীমাঃ

সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা (পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১)।

(০৮) ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতঃ

ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাত হবে ৭০:৩০। তবে ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে কোন ঋণ গ্রহীতা বেশী ইক্যুইটি প্রদানে আগ্রহী হলে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

(০৯) ঋণের উদ্দেশ্য/ খাতঃ

নিষিদ্ধ নয় এবং বানিজ্যিকভাবে লাভজনক উৎপাদনশীল /বানিজ্যিক/সেবামুলক যে কোন অর্থনৈতি কর্মকান্ড ঋণের খাত হিসাবে বিবেচিত হবে। নিম্নে খাত উল্লেখ করা হলো-

১। মৎস্য সম্পদঃ

- মৎস্য চাষ : কার্প জাতীয়
- মৎস্য চাষ : (পাংগাস)
- মৎস্য চাষ : (চিংড়ি)
- রেণু পোনা উৎপাদন (পুকুরে)
- মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ
- মৎস্য চাষ (মিশ্র)
- থাই কৈ মাছ চাষ

২। প্রাণী সম্পদঃ

- দুগ্ধ খামার
- গরু মোটাতাজাকরণ
- ছাগল/ভেড়া/মহিষ পালন

- ব্রয়লার মুরগীর খামার
- লেয়ার মুরগীর খামার

৩। শিল্প-কারখানাঃ

- মৎস্য হ্যাচারী
- পোল্ট্রি হ্যাচারী
- কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা
- প্রাণী খাদ্য তৈরীর কারখানা
- মৎস্য খাদ্য তৈরীর কারখানা
- চিড়া/মুড়ি কল/শিল্প
- ধানের চাতাল/রাইস মিল
- বেকারী শিল্প
- ওয়েল মিল
- স'মিল
- ফলজাত খাদ্য শিল্প (জ্যাম, জেলী,জুস, আচার, সরবত, সিরাপ,সস)
- সুষম সার প্রস্তুতকারী শিল্প
- আটা,ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ
- ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যার
- স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডাইট্রোজ উৎপাদনকারীর শিল্প
- আইসক্রিম ফ্যাক্টরী
- গুড়া মসলা উৎপাদকারী শিল্প
- সুগন্ধী চাল উৎপাদনকরণ
- ডাল প্রক্রিয়াজাতকরণ
- জর্দ্দা প্রস্তুতকারী
- নারিকেল তেল উৎপাদন
- বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ
- রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ
- চামড়া শিল্প

৪। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পঃ

- মৃৎ শিল্প
- কামারের কাজ
- ব্লক-বাটিক প্রিন্টিং
- গ্রামীণ স্যানিটারী-ল্যাট্রিন তৈরী
- তাঁত শিল্প
- কাঠের/স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী
- রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্প
- কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী
- মোমবাতি/আগরবাতি/গোলাপজল/দাঁতের মাজন/কয়েল তৈরী
- বাঁশ ও বেত শিল্প
- যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা
- ক্ষুদ্র প্রিন্টিং এবং সাইনবোর্ড তৈরী

- চামড়াজাত শিল্প
- শুটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণ
- আইসক্রিম/বরফকল

৫। অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রকল্পঃ

- মাশরুম চাষ
- সবজি চাষ
- সেরিকালচার (রেশম চাষ)
- ফল চাষ
- মৌমাছি চাষ
- নকশীকাঁথা তৈরী
- পান বরজ
- নার্সারী
- ফুল চাষ

৬। সেবা খাতঃ

- সেলুন/লন্ড্রি
- বিউটি পার্লার এন্ড হারবাল ট্রিটমেন্ট
- পাওয়ার টিলার
- কম্পিউটার সেবা
- ফটোকপি সেবা
- টিভি/ভিসিআর/বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/মোবাইল ফোন মেরামত
- গ্রামীণ যানবাহন
- সেলাই মেশিন
- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং/গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ
- ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ক্লিনিক/দন্ত চিকিৎসা
- স্টুডিও
- শিক্ষা সেবা (কোচিং সেন্টার/কিন্ডার গার্টেন)
- ক্যাবল অপারেটরস্
- জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ
- কমিউনিটি সেন্টার
- বিনোদন পার্ক
- আবাসিক হোটেল
- পর্যটন কটেজ
- সোলার পাওয়ার
- সাইবার ক্যাফে

০৭। বাণিজ্যিক খাতঃ

- মুদি/মনোহরী
- ডিপার্টমেন্টাল স্টোর
- কাপড়ের ব্যবসা/তৈরী পোষাক ব্যবসা
- প্রাণী খাদ্য/মৎস্য খাদ্য বিক্রয়
- ধান/চাল/অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়

- সার/বীজ/কীটনাশক ব্যবসা
- পার্টসের দোকান
- ইলেকট্রিক সামগ্রী
- ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী
- ঔষধ ব্যবসা
- শুটকি মাছ ব্যবসা
- পাথর উত্তোলন ও বিক্রয়
- বালি ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা
- পুরাতন লোহালক্কর (স্ক্রেপ/ভাঙ্গারী) ব্যবসা
- জুতার ব্যবসা
- ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়
- হার্ডওয়্যার ব্যবসা
- হোটেল/রেস্টুরেন্ট ব্যবসা
- আসবাবপত্র বিক্রয়

০৮। জমি, গৃহ নির্মাণ, প্লট বা ফ্লাট ক্রয়

০৯। উপরোক্ত খাত সমূহে ঋণ অনুমোদনের নিমিত্তে আয়-ব্যয় বিবরণী/প্রজেক্ট প্রোফাইল ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্রস্তুত করতে হবে। তবে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অধিকাংশ ঋণ গ্রহীতা আয়-ব্যয় বিবরনী সঠিক ভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন না বিধায় শাখা ব্যবস্থাপকদের এ বিষয়ে সহযোগীতা করতে হবে। সকল খাতের আয়-ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ ভাবে উপস্থাপন করতে হবে (মাছ চাষ, পোল্ট্রি, গরু মোটাতাজাকরন, দুগ্ধ খামার ব্যতিত)

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আয়-ব্যয় বিবরণীঃ

১। (ক)মূলধন ব্যয়ঃ

ক্র: নং	বিবরণ	ইকুইটি		ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যয়
১		বিদ্যমান	নগদ		
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
মোট মূলধন ব্যয় =					

(খ) চলতি ব্যয়ঃ

ক্র: নং	বিবরণ	ইকুইটি		ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যয়
১		বিদ্যমান	নগদ		
২					
৩					
৪					

৫					
৬					
৭					
মোট চলতি ব্যয় =					

সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ)=

(গ) মাসিক পরিচালন ব্যয়ঃ

ক্র: নং	বিবরণ	পরিমান	একক দর	মোট মূল্য
১				
২				
৩				
৪				
৫				
মোট ব্যয় =				

২। মোট বাৎসরিক ব্যয় (চলতি ও পরিচালন) ঃ কলাম ১ (খ+গ) × ১২ অথবা কলাম ১(গ) × ১২+(খ) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৩। সর্বমোট ব্যয় ঃ (কলাম ২ × প্রকল্পের মেয়াদ)

৪। মাসিক আয় বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমান	একক দর	মোট মূল্য
১				
২				
৩				
৪				
৫				
প্রকল্পের আয় =				

৫। বাৎসরিক আয় ঃ (কলাম ৪ × ১২) =

৬। সর্বমোট আয় ঃ (কলাম ৫ ×প্রকল্পের মেয়াদ) =

৭। মোট লাভ ঃ (কলাম ৬ - ৩)

৮। ব্যাংক ঋণ ও সুদ ঃ

ব্যাংক ঋণ ঃ

ঋণের সুদ ঃ

মোট ঃ

৯। নীট লাভের পরিমান ঃ (কলাম ৭ - ৮)

১০। বাৎসরিক নীট লাভের পরিমান ঃ (কলাম ৯÷ প্রকল্পের মেয়াদ)

(৮)

বি:দ্র: ১(খ)-তে প্রদর্শিত কোন আইটেম ১(গ)-তে অন্তর্ভূক্ত হবে না।

১০। মাছ চাষ, গরু মোটাতাজাকরন, দুগ্ধ খামার, পোল্ট্রি খামার এ ঋণ বিতরনকালে নিম্নোক্ত নির্দেশিকা অনুসরন পূর্বক আয়-ব্যয় বিবরণী তৈরী করতে হবে-

মৎস্য চাষ প্রকল্পে অর্থায়নের নির্দেশিকা

মাছ চাষ প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী অনুসরণ ও পরিপালন করতে হবেঃ

১.০০	সাধারণ নিয়মাবলী	ঃ	ক) পুকুর খনন ও পুন:খননের ব্যয় ঋণ গ্রহীতা বহন করবেন; খ) পানির এরিয়া (*Water body*) হিসাবে পুকুরের আয়তন নির্ধারণ করতে হবে ; গ) পুকুর/জলাশয়ের ভাড়া/ইজারার টাকা ঋণ গ্রহীতা বহন করবেন; ঘ) বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য পুকুরের পাড় যথেষ্ট উঁচু হবে ; ঙ) পুকুর পাড়ে এমন কোন উঁচু বৃক্ষ থাকবেনা যা আলো বাতাস প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। অধিকন্তু গাছের পাতা পুকুরে পড়ে পঁচে গিয়ে পানিতে অক্সিজেন ঘাটতি করে এবং অম্লতা বৃদ্ধি করে ; চ) রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগকৃত জমির পানি যাতে পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
২০০	পুকুরের মালিকানা এবং ইজারার ক্ষেত্রে গৃহিতব্য দলিলপত্র	ঃ	ক) পুকুর নিজের হলে মূল দলিল/মূল দলিলের ফটোকপি ও খতিয়ান ; খ) অংশীদার হলে অবশিষ্ট সকল অংশীদারদের থেকে আমমোক্তার নামা/সম্মতিপত্র ; গ) ইজারাকৃত হলে ইজারা চুক্তি (ইজারা চুক্তির মেয়াদ ঋণের মেয়াদ থেকে কমপক্ষে ১ বছর বেশী); ঘ) সকল ক্ষেত্রেই আবেদন পত্রের সংগে দালিলিক প্রমাণের ফটোকপি।
৩.০০	সময় সূচী	ঃ	ক) পুকুর খনন / পুন:খননঃ ফাল্গুন - চৈত্র (ফেব্রুয়ারী - মার্চ); খ) মাছ চাষঃ পানি সেচের সুবিধা থাকলে সারা বছর ব্যাপী মাছ চাষ করা যাবে।
৪.০০	পুকুর / জলাশয়ের গভীরতা	ঃ	ক) মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ ঃ ৩.০০ - ৪.০০ ফুট গভীর; খ) গলদা চিংড়ী চাষ ঃ ৩.০০ - ৪.০০ ফুট গভীর; গ) কার্প জাতীয় মৎস্যের চাষ ঃ ৬.৫০ - ১০.০০ ফুট গভীর; ঘ) পাঙ্গাস চাষ ঃ ৬.৫০ - ১০.০০ ফুট গভীর; ঙ) থাই কৈ ঃ ৪.০০ - ৫.০০ ফুট গভীর।
৫.০০	ঋণের মেয়াদ	ঃ	সর্বোচচ ২ (দুই) বছর ।
৬.০০	পরিশোধ সুচী	ঃ	কার্প জাতীয় মাছের ক্ষেত্রে ঃ ৯ মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদে সর্বোচ্চ ১৫ টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য; পাঙ্গাস মাছের ক্ষেত্রে ঃ৯ মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদে সর্বোচ্চ ৩ টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য; মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের ঃ ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর ৩ টি কিস্তিতে সমুদয় ঋণ আদায়যোগ্য; থাই কৈ মাছের ক্ষেত্রে ঃ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর ৩ টি কিস্তিতে সমুদয় ঋণ আদায়যোগ্য; চিংড়ী মাছের ক্ষেত্রে ঃ৯ মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদে ৩ টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য।
			▪ রুই, পাঙ্গাস, কৈ, মনোসেক্স তেলাপিয়া এবং চিংড়ী মাছের ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণ ও আদায় করতে হবে । ১ম বার ঋণ বিতরণের ১ বছরের মধ্যে সুদসহ সমুদয় টাকা সমন্বয়ের করতে হবে এবং সমন্বয়ের ৫ দিন পর পুনরায় একই পরিমান ঋণ বিতরণ করা

			যাবে। সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের মধ্যে গৃহীত ঋণ সুদসহ সমন্বয়ের করা না হলে ঘূর্ণায়মান সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।
			▪ কার্প জাতীয় মাছের ক্ষেত্রেও কোন উদ্যোক্তা ১ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় একই পরিমান ঋণ নিতে চাইলে সে ক্ষেত্রেও ঘূর্ণায়মান সুবিধা প্রদান করা যাবে।
			▪ উৎপাদনের বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রয়োজনে গ্রেস পিরিয়ড ও কিস্তির সংখ্যা কমানো যাবে।
৭.০০	ঋণ সীমা	ঃ	প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৯০% ঋণ মঞ্জুর/মঞ্জুরীর সুপারিশ করা যাবে। ১ (এক) একর জমিতে মাছ চাষের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় নিম্নরূপঃ

(ক) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কার্প জাতীয় মাছ চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাব (একর প্রতি)ঃ

ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য
১) পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচ্ছ	-	৪,০০০.০০
২) পাথুরে চুন	২৫০ কেজি	১৩.০০	৩,২৫০.০০
৩) জৈব সার/ কমপোষ্ট	৯০০০ কেজি	২.৫০	২২,৫০০.০০
৪) ইউরিয়া	২০০ কেজি	১৩.০০	২,৬০০.০০
৫) টিএসপি	১০০ কেজি	২৫.০০	২,৫০০.০০
৬) এম পি	৪০ কেজি	১৭.০০	৬৮০.০০
৭) গমের ভুষি	১০০০ কেজি	২০.০০	২০,০০০.০০
৮) সরিষা / সয়াবিন / তিল এর খৈল	১৫০০ কেজি	২০.০০	৩০,০০০.০০
৯) রুই জাতীয় মাছের পোনা	৪৫০০টি	৪.০০	১৮,০০০.০০
১০) শ্রমিক ব্যয়	৯ শ্রম মাস	২৫০০.০০	২২,৫০০.০০
১১) মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচ্ছ	-	৪,০০০.০০
১২) চিকিৎসার ঔষধ / রাসায়নিক দ্রব্য	গুচ্ছ	-	৩,০০০.০০
১৩) মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচ্ছ	-	৪,০০০.০০
১৪) বিবিধ খরচ	গুচ্ছ	-	২,০০০.০০
		মোট (১ - ১৪) =	১,৩৯,০৩০.০০

(খ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাংগাস ও কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাব (একর প্রতি)ঃ

ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য
১) পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচ্ছ	-	৪,০০০.০০
২) পাথুরে চুন	২৫০ কেজি	১৩.০০	৩২৫০.০০

৩) জৈব সার/ কমপোষ্ট	৪৫০০ কেজি	২.৫০	১১২৫০.০০
৪) ইউরিয়া	২০০ কেজি	১৩.০০	২,৬০০.০০
৫) টিএসপি	১০০ কেজি	২৫.০০	২,৫০০.০০
৬) এম পি	২০ কেজি	১৭.০০	৩৪০.০০
৭) গমের ভুষি	২৮০০ কেজি	২০.০০	৫৬,০০০.০০
৮) সরিষা / সয়াবিন / তিল এর খৈল	৩৩৭৫ কেজি	২০.০০	৬৭,৫০০.০০
৯) ফিস মিল	১৫০০ কেজি	৪৫.০০	৬৭,৫০০.০০
১০) পাংগাস মাছের পোনা	৮০০০ টি	৪.০০	৩২,০০০.০০
১১) কার্প জাতীয় মাছের পোনা	১৭০০ টি	৪.০০	৬,৮০০.০০
১২) শ্রমিক ব্যয়	৯ শ্রম মাস	২৫০০.০০	২২,৫০০.০০
১৩) মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচছ	-	৪০০০.০০
১৪) চিকিৎসার ঔষধ / রাসায়নিক দ্রব্য	গুচছ	-	৩০০০.০০
১৫) মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচছ	-	৪০০০.০০
১৬) বিবিধ খরচ	গুচছ	-	২০০০.০০
		মোট (১ - ১৬) =	২,৮৯,২৪০.০০

(গ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাংগাস (একক) মাছ চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাবঃ

ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য
১) পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচছ	-	৪০০০.০০
২) পাথুরে চুন	২৪০ কেজি	১৩.০০	৩১২০.০০
৩) জৈব সার/ কমপোষ্ট	৪৮০০ কেজি	২.৫০	১২,০০০.০০
৪) ইউরিয়া	২৪০ কেজি	১৩.০০	৩১২০.০০
৫) টিএসপি	১২০ কেজি	২৫.০০	৩০০০.০০
৬) এম পি	২১ কেজি	১৭.০০	৩৫৭.০০
৭) গমের ভুষি	৪০০০ কেজি	২০.০০	৮০,০০০.০০
৮) সরিষা / সয়াবিন / তিল এর খৈল	৪৭০০ কেজি	২০.০০	৯৪,০০০.০০
৯) ফিস মিল	২১০০ কেজি	৪৫.০০	৯৪,৫০০.০০
১০) পাংগাস মাছের পোনা	১২০০০ টি	৪.০০	৪৮,০০০.০০
১১) শ্রমিক ব্যয়	৯ শ্রম মাস	২৫০০.০০	২২,৫০০.০০
১২) মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচছ	-	৪০০০.০০
১৩) চিকিৎসার ঔষধ / রাসায়নিক দ্রব্য	গুচছ	-	৩,০০০.০০
১৪) মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচছ	-	৪,০০০.০০
১৫) বিবিধ খরচ	গুচছ	-	২,০০০.০০
		মোট (১ - ১৫) =	৩,৭৭,৫৯৭.০০

ঘ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গলদা চিংড়ি মাছ চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাব (একর প্রতি) ০ঃ

ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য
১) পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচ্ছ		২৫০০.০০
২) উপকরণঃ			
(ক) চুন ৬০ কেজি	৬০ কেজি	১৩.০০	৭৮০.০০
(খ) জৈব সার	১০০ কেজি	২.৫০	২৫০০.০০
(গ) ইউরিয়া (বিভিন্ন সময়ে)	১০০ কেজি	১৩.০০	১৩০০.০০
(ঘ) টি,এস,পি (বিভিন্ন সময়ে)	৮০ কেজি	২৫.০০	২০০০.০০
(ঙ) এম,পি (বিভিন্ন সময়ে)	৪০ কেজি	১৭.০০	৬৮০.০০
(চ) ফিস মিল (বিভিন্ন সময়ে)	১০৫০ কেজি	৪৫.০০	৪৭২৫০.০০
(ছ) সম্পুরক খাদ্য (বিভিন্ন সময়ে)	২০০ কেজি	২৫.০০	৫০০০.০০
৩)মাছের পোনাঃ			
৩" সাইজের গলদা চিংড়ি মাছের পোনা	৬০০০ টি	৫.০০	৩০০০০.০০
৪) শ্রমিক ব্যয়	৯ শ্রম মাস	২৫০০.০০	২২,৫০০.০০
৫) মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচ্ছ	-	৬০০০.০০
৬) চিকিৎসার ঔষধ / রাসায়নিক দ্রব্য	গুচ্ছ	-	১০০০.০০
৭) মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচ্ছ	-	৩০০০.০০
৮) বিবিধ খরচ	গুচ্ছ	-	১০০০.০০
		মোট (১ - ৮) =	১,২৫,৫১০.০০

ঙ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাব (একর প্রতি) ০ঃ

ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য
১) পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচ্ছ	-	৪০০০.০০
২) পাথুরে চুন	৩০০ কেজি	১৩.০০	৩৯০০.০০
৩)খাদ্যঃ			০০.০০
গমের ভুষি			০০.০০
সরিষা / সয়াবিন / তিল এর খৈল	১০০০০ কেজি	২০.০০	২,০০,০০০.০০
ফিস মিল			০০.০০
৪) মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের পোনা	২৬০০০ টি	২.০০	৫২০০০.০০
৫) শ্রমিক ব্যয়	৩ শ্রম মাস	২৫০০.০০	৭৫০০.০০
৬) মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচ্ছ	-	২৫০০.০০
৭) চিকিৎসার ঔষধ / রাসায়নিক দ্রব্য	গুচ্ছ	-	২০০০.০০

৮) মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচ্ছ	-	৩০০০.০০
৯) বিবিধ খরচ	গুচ্ছ	-	১৫০০.০০
		মোট (১ - ৯) =	২,৭৬,৪০০.০০

চ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে থাই কৈ মাছ চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাব (একর প্রতি)ঃ

ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য
১) পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচ্ছ	-	৪,০০০.০০
২) চুন প্রয়োগ ও পানি সরবরাহ গুচ্ছ	গুচ্ছ	-	৩,০০০.০০
৩)খাদ্যঃ			
গমের ভুষি			
সরিষা / সয়াবিন / তিল এর খৈল	৭০০০ কেজি	২০.০০	১,৪০,০০০.০০
ফিস মিল			
৪) থাই কৈ মাছের পোনা	৩২,০০০ টি	২.০০	৬৪,০০০.০০
৫) শ্রমিক ব্যয়	৩ শ্রম মাস	২৫০০.০০	৭,৫০০.০০
৫)যন্ত্রপাতি ক্রয়			২০০০.০০
৬)ঔষধ ক্রয়			২০০০.০০
৭)মাছ আহরন			৩০০০.০০
৮) বিবিধ খরচ	গুচ্ছ	-	৫,০০০.০০
		মোট (১ - ৮) =	২,৩০,৫০০.০০

বি:দ্র: উপকরণাদির বর্তমান বাজারদর বিবেচনায় এনে ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে। মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া এলাকা ভেদে উপকরনাদির মূল্য সামান্য কম/বেশী হতে পারে। এ সকল হ্রাস/বৃদ্ধি বিবেচনায় নেয়া যাবে।

\\ দুগ্ধ খামার প্রকল্পের ঋণ নিয়মাচার \\

মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য দুধ ও মাংস খুবই প্রয়োজন। দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়। দুধ শিশুদের প্রধান খাদ্যও বটে। এতে শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির প্রায় সব উপকরণ আছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও দুগ্ধ খামার স্থাপন একটি লাভজনক ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুগ্ধ খামার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের দুগ্ধ চাহিদা পূরণসহ পুষ্টি ঘাটতি হ্রাস এবং দেশের বিপুল বেকার জনশক্তিকে আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে।

- দুগ্ধ খামারের স্থান নির্বাচনঃ

১। উঁচু সমতল ভুমি যেখানে বৃষ্টির পানি জমেনা এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন জায়গায় ঘর নির্মাণ করতে হবে।
২। ঘাস চাষের জন্য উপযোগী জমি থাকতে হবে।
৩। যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৪। ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা থেকে খামার একটু দূরে হতে হবে।

- গরুর বাসস্থানঃ

গো-শালা উত্তর-দক্ষিণ মুখী হওয়া বাঞ্চনীয়। গোশালা দুই প্রকার যথা অন্তঃমুখী বা পরস্পর মুখী ও বিপরীত মুখী ও বর্হিমুখী। অন্তঃমুখী গো-শালার মধ্যভাগে খাদ্যপাত্র পানি ইত্যাদি থাকে। ইহার দুই পাশের সারিতে গরু ও তাহার পিছনে নালা বা সাধারণ পথ থাকে। বর্হিমুখী গো-শালার দুই পাশে খাদ্যপাত্র পানি ইত্যাদি থাকে এবং মধ্যভাগে নালা বা সাধারণ পথ থাকে। গো-শালা উঁচু ভিটিতে শুকনা জায়গায় হতে হবে। গো-শালার মেঝে ইটের বা শক্ত মাটির হওয়া উচিৎ। তাছাড়া বৃষ্টির পানি আটকে না থাকে, ঘরে

প্রচুর আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, স্যাঁতসেতে অবস্থা না থাকে, ঘরে দুর্গন্ধ ও মশা-মাছি দমনের জন্য মাঝে মাঝে জীবানুনাশক দ্বারা ধুতে হবে এবং কীটনাশক ছিটাতে হবে। মোট কথা গোশালাটি যেন গাভীর জন্য মজবুত এবং আরামদায়ক বাসস্থান হয় সে দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিটি গাভীর জন্য ৩৫-৪০ বর্গফুট এবং প্রতিটি বাছুরের জন্য ২০-২৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।

- গাভী নির্বাচনঃ উন্নত জাতের ফ্রিজিয়ান, জার্সি, লাল সিন্ধি, শাহীওয়াল ইত্যাদি গরু প্রচুর পরিমাণে দুধ দিয়ে থাকে। কিন্তু বিদেশ থেকে সরাসরি আমদানীকৃত ফ্রিজিয়ান ও জার্সি গাভী আমাদের দেশের আবহাওয়াতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তবে সিন্ধি ও শাহীওয়াল এবং সংকর জাতের গাভী আমাদের আবহাওয়ায় পালন করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। দেশী গাভীকে বিদেশী উন্নত ষাড়ের বীজ দিয়ে প্রজনন করলে সংকর গাভী সৃষ্টি হয়। সংকর গাভী আমাদের দেশের গাভীর চেয়ে অনেক বেশী দুধ দেয়। একটি সংকর গাভী হতে দৈনিক ১০-২০ লিটার দুধ পাওয়া যায়। অথচ একটি দেশী গাভী সাধারণত দৈনিক ১-২ লিটারের বেশী দুধ দেয় না। তাই লাভজনক ভাবে দুগ্ধ খামার করতে হলে সংকর জাতের গাভী দিয়ে খামার আরম্ভ করতে হবে।
- গাভীর সেবা যত্নঃ সেবা-যত্নে পুষ্টিকর খাদ্যের উপর পশুর স্বাস্থ্য ও খামারের লাভ অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই খামারের উন্নত ব্যবস্থাপনা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও গাভীর সঠিক যত্নের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়। রোগ ব্যধির জন্য সময়মত টিকা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হয়। গাভীর পরিচর্যার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- গরুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে।
- প্রতিদিন নিয়মিত গোয়ালঘরের চোনা পরিস্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে বা গর্তে জমা করতে হবে। যা পরবর্তীতে সার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।
- আটালি, উকুন, ডাসা (মাছি), জোঁক ইত্যাদি অবাঞ্চিত পোকা-মাকড় শরীরের রক্ত যাতে চুষে না খায় বা গরুকে বিরক্ত না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- গরুর স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।
- গবাদী পশুকে নিয়মিত গো বসন্ত, তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ক্ষুরা ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে। নিকটবর্তী পশু হাসপাতালে এসব টিকা পাওয়া যায়।
- গবাদী পশুর রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসক বা নিকটস্থ থানা পশু সম্পদ কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
- অসুস্থ পশুকে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- খাদ্য ও পানিঃ গাভীর খাদ্যকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা-

  ১। আঁশ জাতীয় খাদ্য, যেমন - খড়, সবুজ ঘাস ইত্যাদি।

  ২। দানাদার খাদ্য, যেমন- গমের ভ,ষি, চাউলের কুঁড়া, খেসারী, মাটি কালাই, খৈল ইত্যাদি।

দানাদার খাদ্যের সাথে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থও সরবরাহ করতে হয়। সবুজ ঘাসের জন্য ভুট্টা, যব, নেপিয়ার, পারা, গিনি, মাসকালাই ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে। গাভীকে প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য ইউরিয়া, মোলাসেস, ঐ (ইউএমএস) পরিমাণমত খাওয়ানো যেতে পারে।

// গাভীর দানাদার খাদ্যের তালিকা \\

খাদ্যের উপকরণের নাম	পরিমাণ
গমের ভুষি	৪০-৫০%
চাউলের ভুষি	১৫-২০%
মাটি কালা বা খেসারি	১০-১৫%
চিটাগুড়	৫-৭%
তিলের খৈল বা চিনা বাদামের খৈল	১০-১৫%
লবণ	১-১.৫%
ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ	০.২৫-০.৫০%

গাভীকে সবসময় পরিস্কার পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে। খাবার ও পানির পাত্র প্রতিদিন নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

- <u>বাছুরের যত্নের ও পরিচর্যাঃ</u>

ক) বাছুরের জন্মের সাথে সাথে বাছুরের নাক ও মুখে লেগে থাকা ময়লা, শ্লেষ্মা পরিস্কার করতে হবে।

খ) বাচ্চার জন্মের সাথে সাথে গাভী যাতে বাছুরকে চাটে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) প্রসবের পর পরই বাছুরের গাভীর চারপাশে টিনচার আয়োডিন, ডেটল, সেভলন বা আইওসান দ্বারা ভালভাবে মুছে বোরিক বা সালফানিলামাইড পাউডার লাগাতে হবে।

ঘ) বাছুরকে গাভীর কাচলা বা শাল দুধ খাওয়াতে হবে।

ঙ) সাধারণত ৬ (ছয়) মাসের মধ্যেই বাছুরকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হয় এবং ক্রিমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

// বাছুরের দানাদার খাদ্য তৈরীর নমুনা তালিকা \\

খাদ্যের উপকরণের নাম	পরিমাণ
গমের ভ,ষি	৪.৩ কেজি
চাউলের কুঁড়া	১.৫ কেজি
ভাঙ্গা খেসারী / মাটি কালাই	১.৫ কেজি
তিলের খৈল	০.৫ কেজি
ভাঙ্গা ছোলা	২ কেজি
ভিটামিন/খনিজ পদার্থ	০.০৫ কেজি
লবণ	০.১৫ কেজি
মোট =	১০ কেজি

// গর্ভবতী / দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য তালিকা \\

(দৈনিক একটি সংকর জাতের গাভীর জন্য)

ক্রমিক নং	খাদ্যের বিবরণ	খাদ্যের পরিমাণ	মূল্য (টাকায়)
০১।	প্রক্রিয়াজাতকরণ খড় (ইউ.এম.এস)	৩-৪ কেজি (এর সাথে ঝোলা গুড় থাকা বাঞ্চনীয়)	
০২।	কাঁচা/ শুকনা ঘাস	৮-১০ কেজি	
০৩।	দানাদার খাদ্য	৩ লিটার দুধ প্রাপ্তির জন্য ২-৩ কেজি (গর্ভবতী ২.৫-৩ লিটার দুধের জন্য অতিরিক্ত ১ কেজি হিসেবে সর্বোচ্চ ৬ কেজি পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে।)	
০৪।	খৈল	৫০০ গ্রাম	
০৫।	লবণ	৬০০ গ্রাম	
০৬।	পরিস্কার পানি	পর্যাপ্ত পরিমাণ	

// বাছুরের খাদ্য তালিকা \\

(দৈনিক একটি বাছুরের জন্য)

ক্রমিক নং	খাদ্যের বিবরণ	খাদ্যের পরিমাণ	মূল্য (টাকায়)
০১।	মায়ের দুধ	(খড় ঘাস না ধরা পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ)	
০২।	প্রক্রিয়াজাতকরণ খড় (ইউ.এম.এস)	১-২ কেজি	
০৩।	কাঁচা/ শুকনা ঘাস	২-৪ কেজি	
০৪।	দানাদার খাদ্য	কেজি	
০৫।	লবণ	৩০ গ্রাম	
০৬।	পরিস্কার পানি	পর্যাপ্ত পরিমাণ	
	মোট =		

উপরোক্ত দ্রব্যাদির বর্তমান বাজার মূল্য ধরে হিসাবায়ন করতে হবে।

গাভীর মূল্যঃ প্রতিটি সংকর জাতের গাভীর মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য ধরতে হবে।

ঋণ পরিশোধের কিস্তি নির্ধারণঃ সাপ্তাহিক (গ্রেস পিরিয়ড বাদে)। তবে শাখা থেকে প্রকল্প স্থানে যাতায়াতের অসুবিধা এবং যাতায়াত খরচ বিবেচনা করে দূরবর্তী স্থানে প্রকল্পের কিস্তি পাক্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারি।

ঋণের মেয়াদঃ সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর।

বাজারজাতকরণ ঃ খামারে উৎপাদিত দুধ বাজারজাতকরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরল দুধ পচনশীল বলে এর দ্রুত বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সুষ্ঠু ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে বৈজ্ঞানিকভাবে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য (Milk & Milk Products) উৎপাদন ও সরবরাহ একটি লাভজনক ব্যবসা। বড় আকারের খামার স্থাপন করা হলে দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পাস্তরিত দুধ প্যাকেটজাত করে বিশেষ পরিবহনের মাধ্যমে দূর-দূরান্তে সরবরাহ করা সম্ভব। ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা, যোগাযোগের সুবিধা, পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি বিবেচনায় বর্তমানে বড় শহর ও নিকটবর্তী এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দুগ্ধ খামার স্থাপন করা যেতে পারে।

দুগ্ধ সমবায় সমিতি (Milk Co-operative Society) এর মাধ্যমে অঞ্চলে অঞ্চলে ডেইরী ভিলেজ (Dairy Village) গঠন করে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিপননের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায় যেখানে ছোট ছোট খামারীরা নিরাপদে টিকে থাকতে সক্ষম হবে।

গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের ঋণ নিয়মাচার

গরু মোটাতাজাকরণ (Beef fattening) এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কতগুলো গরু বা বাছুরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্বল্প ব্যয়ে উন্নত খাবার প্রদানের মাধ্যমে মোটাতাজা বা মাংসল করে বাজারজাত করা হয়। সাধারণত: বাড়ন্ত বয়সের গরু বাছুর মোটাতাজাকরণ একটি লাভজনক ব্যবসা।

গরুমোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া শুরুর সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনঃ

১। গবাদি পশু নির্বাচন ও ক্রয় ;
২। উপযুক্ত সময় ;
৩। কৃমি রোগের চিকিৎসা ও টিকা দান;
৪। সঠিক ও সুষ্ঠু বাসস্থান;
৫। সুষম ও পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ;
৬। বাজারে বিক্রয়ের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ।

গরু নির্বাচনঃ

গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচীর জন্য সাধারণত এক থেকে দেড় বৎসর বয়সের এঁড়ে (ষাঁড়) বাছুর ক্রয় করা উচিত। গরুর বয়স শংকর জাতের ক্ষেত্রে ১৫ -১৮ মাস এবং দেশী জাতের ক্ষেত্রে ২০ - ২৪ মাস হওয়া বাঞ্চনীয়।

উপযুক্ত সময়ঃ

গরুমোটাতাজাকরণ কর্মসূচী শুরুর উপযুক্ত সময় ডিসেম্বর/জানুয়ারী অথবা জুন/জুলাই মাস। তবে ঈদুল আযহার ৪/৫ মাস আগে শুরু করলে সবচেয়ে বেশী লাভজনক হয়ে থাকে। বৎসরে ২ থেকে ৩ বার অনায়াসেই এই কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়।

বাসস্থানঃ

এই প্রক্রিয়ায় গবাদি পশুকে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা প্রয়োজন। বাসস্থান উত্তম ও সঠিক হতে হবে। ঘরের মেঝে পাকা বা ইট বিছানো হতে হবে। তবে মেঝে কখনই খুব মসৃন হবে না। শেডের দেয়াল পাকা বা বেড়ার তৈরী হতে পারে। তবে শেড অবশ্যই খোলামেলা হতে হবে। তাছাড়া পয়:নিস্কাশন এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিটি গরুর জন্য ৩০-৩৫ বর্গফুট আয়তনের জায়গার প্রয়োজন।

খাদ্য সরবরাহঃ

(২৮)

গরুমোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ায় গবাদি পশুর জন্য খাদ্য তালিকা একটু বিশেষ ধরনের হতে হবে। খাবারের তালিকায় শর্করা, আমিষ, চর্বি এবং ভিটামিনের পরিমাণ সাধারণ খাদ্যের চেয়ে বেশী পরিমাণে হতে হবে। প্রচুর পরিমাণে পরিস্কার পানি সরবরাহ করতে হবে।

(ক) দানাদার খাবার (Concentrate)ঃ ছোলা/খেসারী/মাস কালাই ভাংগা ৩০%, চালের কুড়া/ গমের ভূষি ৫০%, খৈল ১৫%, খনিজ দ্রব্য (চুন, ইউরিয়া, খড়িমাটি) ৪%, লবণ ১% হারে মিশিয়ে দৈনিক গরু প্রতি ২-৪ কেজি দানাদার খাবার খাওয়ানো হয়।

(খ) আঁশ জাতীয় খাবার (Roughage) ঃ ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়াতে হবে কারণ এ ধরনের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী থাকে। খড়ের সমপরিমাণ পানিতে ৫% হারে ইউরিয়া মিশিয়ে উক্ত খড়ে স্প্রে করে ৭ দিন গর্তে বা ডোলে রাখতে হয়। তারপর শুকিয়ে উক্ত প্রক্রিয়াজাত খড় (Urea treated straw) গরুর ওজনের ভিত্তিতে দৈনিক ২-৫ কেজি খাওয়ানো হয়। উল্লেখ্য, প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ালে দানাদার খাবার কম খাওয়ালেও চলে।

(গ) ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক (UMB)ঃ ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক একটি শক্তিশালী এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ জমাট খাদ্য যার মধ্যে ৫০-৬০% চিটাগুড়, ২৫-২৬% গমের ভুষি, ৮-১০% ইউরিয়া, ৫-৬% চুনা, ০.৫-১% লবণ বিদ্যমান। গরু দৈনিক ৩০০ গ্রাম ইউ.এম.বি খেয়ে থাকে। একটি ০১ কেজি ব্লক গরুকে ৩-৪ দিন খাওয়ানো যায়।

গরুর ওজনের ভিত্তিতে গরু মোটাতাজাকরণের জন্য খাদ্যের একটি নমুনা তালিকা ও মূল্য নিম্নে দেয়া হলো ঃ

পশুর ওজন (কেজি)	প্রক্রিয়াজাত খড় (কেজি)	কাঁচাঘাস (কেজি)	দানাদার খাদ্য (কেজি)	দৈনিক খাদ্য বাবদ ব্যয়
৭৫	১.০০	৩.০০	২.০০	
১০০	১.৫০	৪.০০	৩.০০	
১৫০	২.০০	৫.০০	৩.৫০	
২০০	৩.০০	৬.০০	৪.০০	
৩০০	৪.০০	৮.০০	৫.০০	

উপরোক্ত দ্রব্যাদির বর্তমান বাজার মূল্য ধরে হিসাবায়ন করতে হবে।

গরুর মূল্যঃ

ব্যাংক ঋণের টাকায় গরু ক্রয়ের সময় দাম নিম্নরূপ ভাবে সীমিত রাখতে হবে।

দেশী জাতের গরু	৮০০০-১০০০০ টাকা
শংকর জাতের গরু	১৫০০০-৩০,০০০ টাকা

ঋণের মেয়াদঃ

এ ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ বৎসর।

ঋণ আদায় পদ্ধতিঃ

এ প্রকল্পে ২ বৎসরের জন্য ৬ মাস অন্তর ঘূর্ণায়মান (Revolving) পদ্ধতিতে ঋণ আদায় করতে হবে। প্রতি ৬ মাস অন্তর গরু বিক্রয়লব্ধ টাকা ঋণ হিসাবে জমা করার পর ঋণ হিসাব সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করতে হবে। এরূপ সমন্বয়ের ১৫দিন পর গরু ক্রয়ের জন্য পুনরায় ঋণ বিতরণ করা যাবে। প্রত্যেকবার ঋণ বিতরণের বিষয়টি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

বাজারজাতকরণঃ

গরুমোটাতাজাকরণের পর উহার বাজারজাতকরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। গরু বিক্রয় করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকতে হবে। শহর, বন্দর ও নগরের নিকটবর্তী এলাকায় প্রকল্প স্থাপন করলে বাজারজাতকরণের ঝুঁকি থাকে না। যে সকল এলাকার সংগে গরুর হাটের

যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ঐ সমস্ত এলাকায়ও প্রকল্প স্থাপন করা যেতে পারে। ঈদুল আযহার পূর্বে গরুর বাজার ও চাহিদা বেশ উৎসাহজনক। এ সময়কে গরু বিক্রয়ের জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

**// ব্রয়লার মুরগীর খামার প্রকল্পে অর্থায়নের নিমিত্তে কতিপয় দিক নির্দেশনা (৫০০ মুরগীর জন্য) ব্রয়লার পালনে বিবেচ্য বিষয় **

- ব্রয়লার ঘর স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে;
- প্রকল্প স্থানে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে;
- প্রকল্প স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হতে হবে;
- প্রকল্প স্থানে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
- সঠিকভাবে ব্রয়লারের জাত নির্বাচন করতে হবে;
- প্রকল্প স্থানে ব্রয়লার বাচ্চাসহ অন্যান্য উপকরন সহজলভ্য কি না তা বিবেচনায় আনতে হবে।

প্রকল্প ঘরঃ ব্রয়লার মুরগী পালনের ক্ষেত্রে প্রতিটি মুরগীর জন্য কমপক্ষে ০১ বর্গফুট জায়গায় প্রয়োজন। সেই হিসাবে প্রকল্প ঘরের আয়তন নূন্যতম পক্ষে ৫০০ বর্গফুট হওয়া বাঞ্চনীয়। মুরগীর ঘরে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অতিরিক্ত শীত কিংবা গরমের হাত থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রকল্প ঘরের চার পার্শ্বে ২'- ২ ১/২" দেয়ারের উপর নেট দ্বারা বেড়া দিতে হবে। গরের মেঝে পাকা হতে হবে এবং উপরে টিনের ছাউনী হলে ভালো হয়। টিনের ছাউনীর নীচে মুলি বাঁশের / পারটেক্স কিংবা হার্ডবোর্ডের সিলিং দিতে হবে।

ব্রয়লার মুরগীর খামারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ০ঃ-

ক) ব্রুডার (প্রতি মুরগীর জন্য ০১টি) হিসেবে	---	০২টি
খ) খাদ্র পাত্র (প্রতি ৫০টির জন্য ০১টি)	---	১০টি
গ) পানির পাত্র (প্রতি ১০০টির জন্য ০১টি)	---	০৫টি
ঘ) থার্মোমিটার	---	০১টি
ঙ) হাউড্রোমিটার	---	০১টি
চ) গামলা	---	০৫টি
ছ) ব্রয়লার পরিবহন বাক্স	---	২০টি
জ) নলকুপ	---	০১টি
ঝ) ওজন পাত্র	---	০১টি

খাদ্যঃ- ব্রয়লার মুরগীর সাপ্তাহিক দেহের ওজন এবং দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ প্রতিটি মুরগীর জন্য

বয়স	দেহের ওজন (গ্রাম)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম)		
		দৈনিক	সপ্তাহে	ক্রমপুঞ্জিভুত
০১	১২২	২০	১৪০	১৪০
০২	৩০৪	৩০	২১০	৩৫০
০৩	৫১৫	৪০	২৮০	৬৩০
০৪	৭৮৫	৭০	৪৯০	১১২০
০৫	১১০৭	৯০	৬৩০	১৭৫০
০৬	১৪২০	১১০	৭৭০	২৫২০
০৭	১৭৪০	১২৫	৮৭৫	৩৩৯৫
০৮	২০৪৫	১৩৫	৯৪৫	৪৩৪০

(৩৮)

উক্ত হিসাবে প্রতি ৪৫ দিনে প্রতিটি মুরগীর গড় খাদ্যের প্রয়োজন ২.৮৯ কেজি অর্থাৎ ৩.০০ কেজি প্রায়। ৫০০ মুরগীর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ১৫০০ কেজি প্রায়।

ঔষধ বাবদ খরচঃ- প্রতিটি মুরগীর জন্য ঔষধ বাবদ গড়ে ৩.৫০ টাকা খরচ হবে।

ব্রয়লার খামার প্রকল্পের অর্থায়নের নিমিত্তে ঋণ প্রস্তাব প্রেরণকালে প্রকল্প ঘরের আয়তন ও অবকাঠামোর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে। তা ছাড়া প্রজেক্ট প্রোফাইলে যাতে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খাদ্য ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। উপকরণ ও খাদ্য বাবদ ব্যয় স্থানীয় বাজার মূল্যে নির্ধারণ করতে হবে এবং শাখা কর্তৃক স্থাণীয় বাজারে মূল্য যাচাই করতে হবে। প্রোফাইলে সমস্ত খরচ অন্তর্ভুক্ত করে কোন কোন খাতের ব্যয় উদ্যোক্তা বহন করবেন প্রস্তাবে তা বিশদভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রকল্পের জন্য ০১দিন বয়সী মুরগীর বাচ্চা স্থাণীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা প্রতিষ্ঠিত এবং বাজারে যাদের সুখ্যাতি আছে এমন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সংগ্রহ করার জন্য উদ্যোক্তাকে পরামর্শ দিতে হবে। বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের হাল তারিখ পর্যন্ত মুরগীর বাচ্চা ও খাদ্যের দর শাখার সংগ্রহে থাকতে হবে এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত দর শাখা কর্তৃক ভাল ভাবে যাচাই করে ঋণ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৫০০ ব্রয়লার মুরগীর খামার প্রকল্পে সম্ভাব্য ব্যয়

০১) প্রকল্পের ঘর ----------
০২) ফ্যান/লাইট/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ----------
০৩) খাবার ও পানি পাত্র/ব্রডার ইত্যাদি উপকরণ
০৪) ৫০০টি ০১দিন বয়সী মুরগীর বাচ্চা ক্রয় বাবদ (৫০০×২৮)
০৫) ৫০০ মুরগীর ৪৫ দিনের খাদ্য খরচ (৩.০০×১৩×৫০০)
০৬) বিদ্যুৎ, ঔষদ ও লিটার ইত্যাদি

মোট =

বি:দ্র: (ক) উপরোক্ত হিসাবে ঘর নির্মাণ খরচ এবং ফ্যান, লাইট ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। স্থাণীয় বাজার মূল্যের ভিন্নতার কারণে প্রকল্প ব্যয় কিছুটা পার্থক্য হতে পারে। বর্তমান বাজার মূল্যে হিসাবায়ন করতে হবে।
(খ) মুরগীর ঘর/শেড নির্মাণ/মেরামতের জন্য ঋণ দেওয়া হবে না। উদ্যোক্তাকে নিজস্ব তহবিল থেকে ঘর/শেড নির্মাণ/মেরামত সম্পন্ন করার পর তা যাচাই সাপেক্ষে মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

লেয়ার মুরগী পালনে ব্রয়লার মুরগী পালনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ অনুসরন করতে হবে।

পোল্ট্রি (লেয়ার) প্রকল্পের আয়-ব্যয় বিবরনী

১) প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যয়ঃ

ক) মুলধন ব্যয়ঃ-

ক্রম	বিবরন	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
১.	প্রকল্প ঘর			
২.	গুদাম ঘর			
৩.	টিউবওয়েল ও মটর			
৪.	সিলিং ফ্যান			
৫.	খাঁচা			
৬.	খাবার ও পানির পাত্র			
	উপমোট			

খ) চলতি ব্যয় (১ম ৬ মাস)০ঃ-

ক্রম	বিবরন	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
১.	মুরগীর বাচ্চা ক্রয়(এক দিন বয়সী মুরগী)			
২.	খাদ্য ক্রয়			
৩.	ভ্যাকসিন, ভিটামিন ও ঔষধ ক্রয়			
৪.	শ্রমিকের মজুরী			
৫.	বিদ্যুত বিল			
	উপমোট			

সর্বমোট প্রকল্প ব্যয়ঃ- (ক+খ) =

২) ক) মাসিক পরিচালন ব্যয় (৭ম থেকে ১৮ তম মাস পর্যন্ত, ৫% মুরগীর মৃত্যু ধরে)ঃ-

ক্রম	বিবরন	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
১.	খাদ্য ক্রয়			
২.	ভ্যাকসিন, ভিটামিন ও ঔষধ ক্রয়			
৩.	শ্রমিকের মজুরী			
৪.	বিদ্যুত বিল			
৫.	পরিবহন খরচ			
	উপমোট			

খ) বাৎসরিক পরিচালন ব্যয় (মাসিক ব্যয় × ১২) ঃ- =

গ) সর্বমোট চলতি ও পরিচালন ব্যয়ঃ-

৩) প্রকল্পের আয় বিবরনঃ-

ক) মাসিক আয়ঃ-

ক্রম	বিবরন	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
১.	ডিম বিক্রয়			
২.	বিষ্ঠা বিক্রয়			
৩.	রিজেক্ট মুরগী বিক্রয়(গড়)			
	সর্বমোট মাসিক আয়			

খ) বাৎসরিক আয় (মাসিক আয় × ১২)ঃ-

গ) সর্বমোট আয় ১ (এক)ব্যাচে ঃ-

ঘ) লাভ ১ (এক) ব্যাচে (১৮ মাসে) ঃ-

গ)বাৎসরিক লাভ =

(১০) চলতি মুলধন ও স্থায়ী মুলধনঃ

প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে চলতি মুলধন এ ঋণ প্রদান করা হবে। স্থায়ী মুলধন এ ঋণ প্রদান পরিহার করতে হবে।

(১১) ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধ সূচীঃ

ঋণের প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, আকার ও সম্ভাব্য সুদ এবং ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর নির্ধারণ করা হবে (পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১)।

(৩৮)

পুণর্বাসন ঋণের আওতায় প্রকল্প ভিত্তিক ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধ সূচীর নমুনা (পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১)০৪

ক্র: নং	প্রকল্পের ধরন	ঋণের মেয়াদ (সর্বোচ্চ)	গ্রেস পিরিয়ড	ঋণ পরিশোধ-সূচী (সর্বোচ্চ)	বিতরণের সময়কাল	মন্তব্য
০১	ব্রয়লার মুরগীর খামার (১ দিনের বাচ্চা)	৩ বছর	১০ দিন	৪৫দিন পর পর ২৪ টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	-
০২	লেয়ার মুরগীর খামার (১ দিনের বাচ্চা)	৩ বছর	১৮০দিন (৬মাস)	৩০টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	মুরগীর বাচ্চার বয়স ও ঋণের আকার অনুসারে গ্রেস পিরিয়ড/সময়কাল পরিবর্তনশীল।
০৩	মৎস্য খামার (রুই জাতীয়)	২ বছর	২৭০দিন (৯মাস)	১৫টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	
০৪	মৎস্য খামার (পাংগাস)	২ বৎসর	২৭০দিন (৯মাস)	৩টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	ঋণ বিতরণের ১ বছরের মধ্যে সুদসহ সমুদয় টাকা সমন্বয় করতে হবে এবং সমন্বয়ের কমপক্ষে ৫দিন পর পুনরায় একই পরিমাণ ঋণ বিতরণ করা যাবে।
০৫	চিংড়ি চাষ	২ বৎসর	২৭০দিন (৯মাস)	৩টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	
০৬	মনোসেক্স তেলাপিয়া	২ বৎসর	০৩ মাস	প্রতি ৩ মাস অন্তর ৩টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	
০৭	থাই কৈ	২ বৎসর	০৩ মাস	প্রতি ৩ মাস অন্তর ৩টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	
০৮	নার্সারী	২ বৎসর	২৭০দিন (৯মাস)	৩টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের মধ্যে গৃহীত ঋণ সুদসহ সমন্বয় করা না হলে ঘূর্ণায়মান সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।
০৯	দুগ্ধ খামার	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	১টি গাভী ক্রয় করে প্রকল্প স্থাপন করা হলে সর্বোচ্চ ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
১০	গরু মোটাতাজাকরণ	২ বছর	১১ মাস	১১ মাস পর এককালীন	বছরব্যাপী	ঋণ বিতরণের ১ বছরের মধ্যে সুদসহ সমুদয় টাকা সমন্বয় করতে হবে এবং সমন্বয় কমপক্ষে ৫ দিন পর পুনরায় একই পরিমাণ ঋণ বিতরণ করা যাবে। সর্বোচ্চ ১(এক)

						বছরের মধ্যে গৃহীত ঋণ সুদসহ সমন্বয় করা না হলে ঘূর্ণায়মান সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।
১১	ব্লক ও বাটিক	৩ বছর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	----
১২	পশুপাখির খাদ্য তৈরী ও বিক্রয়	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	----
১৩	সব্জি চাষ	১বছর			বছরব্যাপী	সবজির ধরন ও ফসল তোলার সময় অনুযায়ী গ্রেস পিরিয়ড ও কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে।
১৪	সেলাই মেশিন	৩	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৫	হালকা/লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৬	মুদি/ষ্টেশনারী দোকান/ডিপার্টমেন্টাল স্টোর/ঔষধের দোকান	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৭	টিভি, ভিসিআর ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামত কারখানা	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৮	সেলুন/লন্ড্রি	২ বৎসর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৯	মৃৎ শিল্প	২ বৎসর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২০	কাঠের/ষ্টীলের আসবাবপত্র তৈরী	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২১	তাঁত/বেনারসী তাঁত	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২২	রিক্সা/নৌকা/রিক্সা ভ্যান	২ বৎসর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৩	নকশী কাঁথা	৩ বৎসর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৪	কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৫	মোমবাতি/আগরবাতি/গোলা পজল/দাঁতের মাজন তৈরী	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৬	পান বরজ	২ বছর	০৬ মাস	১৮টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৭	বাঁশ ও বেত শিল্প	৩ বৎসর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৮	গ্রামীণ স্যানেটারী তৈরী	২ বছর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৯	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩০	গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩১	ফাষ্ট ফুড/মিষ্টি তৈরী/ রেষ্টুরেন্ট	৩ বছর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩২	ক্ষুদ্র প্রিন্টিং/সাইন বোর্ড তৈরী	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৩	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৪	ডেকোরেটর	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৫	পাওয়ার টিলার	২ বছর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৬	হোটেল/রেষ্টুরেন্ট	৩ বছর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৭	বেকারী	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৮	জমি, গৃহ নির্মাণ, প্লট ও ফ্ল্যাট	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	---

(৩৪)

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত খাতের বাইরে কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড, পরিশোধ সূচী নির্দেশনা অনুযায়ী যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

(১২) ঋণ আবেদন নিষ্পত্তিঃ
ঋনের পরিমান যাই হোকনা কেন দরখাস্ত প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে ঋণ আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে। ঋন আবেদন গ্রহনযোগ্য না হলে ঋণ আবেদনকারীকে দ্রুত জানিয়ে দিতে হবে।

(১৩) হিসাব খোলাঃ
ঋণ বিতরণের পূর্বে অত্র ব্যাংকে ন্যূনতম ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা জমা করে চলতি হিসাব/৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা জমা করে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং অন্য যে কোন তফসিলি ব্যাংকে চলতি হিসাব/সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে (পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১)।

(১৪) ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতাঃ
পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সর্বোচ্চ ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর আংশিক বা সামগ্রিকভাবে অর্পন (Delegation) করতে পারবেন।

২. অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাময়িকভাবে রহিত/স্থগিত করতে পারবেন।

৩. ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদকে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঋণ বিতরণ পদ্ধতিঃ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মঞ্জুরীকৃত ঋণ ০১টি কিস্তির মাধ্যমে এবং ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ন্যূনতম ০২টি এবং সর্বোচ্চ ৫টি কিস্তির মাধ্যমে উদ্যোক্তার নামে A/CPayee/Order চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। প্রতিটি কিস্তির অর্থ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী কিস্তি বিতরণ করতে হবে (পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১) ।

(১৫) হিসাব পদ্ধতিঃ
আলোচ্য ঋণের মুনাফা চার্জ ইত্যাদির হিসাব পদ্ধতি নিম্নরূপ

০১। নিম্নরূপভাবে ঋণ হিসাবে মুনাফা আরোপ করতে হবে ঃ

(ক) ফ্লাট রেটে বার্ষিক ৯% হারে মুনাফা আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রোডাক্টকে ৩৬০ দিয়ে ভাগ করতে হবে।
উদাহরণঃ এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে সুদ চার্জের ক্ষেত্রে

$$\text{সুদ} = \frac{\text{আসল} \times ৯১ \times \text{মুনাফা হার}}{৩৬০ \times ১০০}$$

(খ) খেলাপী ঋণ গ্রহীতার হিসাবে মেয়াদোত্তীর্নের পরবর্তী সময় নির্ধারিত মুনাফার হারের সাথে ২% (পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০৪.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬৬ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২০ তারিখঃ ৩১.০৫.২০২০) যোগ করে হিসাব করতে হবে। হারে মুনাফা চার্জ হবে। মুনাফার চার্জ পদ্ধতি অভিবাসন ঋণের হিসাবায়ন পদ্ধতির অনুরূপ হবে।

০২। মুনাফা আরোপ সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মাবলীঃ

(ক) ত্রৈমাসিক (ডিসেম্বর, মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে) ভিত্তিতে মুনাফা হিসাব করতে হবে। এতদ্ব্যতীত ঋণ পূর্ণ পরিশোধ, মামলা দায়ের, ঋণ দ্বৈভাগীকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মুনাফা মওকুফের আবেদন গ্রহণের সময় মুনাফা আরোপ করতে হবে।

(খ) কোন ঋণ হিসাবে কিস্তি/পাওনা আদায়ের পর ঋণ খতিয়ানে পোস্টিং কালে মুনাফার ডেবিট স্থিতি থাকলে প্রথমে তা ক্রেডিট করতে হবে। আদায়কৃত টাকা মুনাফার ডেবিট স্থিতি অপেক্ষা বেশী হলে সুদের ডেবিট স্থিতি সম্পূর্ণ ক্রেডিট করার পর অবশিষ্ট টাকা আসলে ক্রেডিট করতে হবে। ঋণ হিসাবে কিস্তি বা পাওনা আদায়ের পর মুনাফার ডেবিট স্থিতি না থাকলে আদায়কৃত টাকা ঋণের আসলে ক্রেডিট করতে হবে।

<u>০৩। অর্থ ঋণ আদালতে মামলা/মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে মুনাফার হিসাব সম্পর্কিত নিয়মাবলীঃ</u>

(ক) মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে মামলা রুজুর সময় এবং পরবর্তীতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি, আইনজীবীর ফি ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ ঋণের আসল হিসাবে গণ্য হবে এবং ঋণ খতিয়ানে আসলের কলামে ডেবিট করতে হবে। মামলা রুজুর পর দাবীকৃত অর্থাৎ আসল,মুনাফা, এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি, আইনজীবীর ফি ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য খরচসহ মোট পাওনাকে আসল হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। মামলা রুজুর পর দাবীকৃত টাকা সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে কোন মুনাফা চার্জ করা যাবে না। দাবীকৃত টাকা পরিশোধের পর হিসাব বন্ধের সময় সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে মুনাফা চার্জ করতে হবে। মামলা চলাকালীন মামলা সংক্রান্ত কোন খরচের প্রয়োজন হলে তা ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবের আসল কলাম ডেবিট করে করতে হবে এবং উক্ত খরচের উপরও ঋণ হিসাব বন্ধের সময় যথারীতি মুনাফা আরোপ করতে হবে।

(১৬) ঋণের জামানতঃ

পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১

ক) **জামানতবিহীন ঋণঃ** জামানতবিহীন ঋণ সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ২ (দুই) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নিজ নামীয় ০৩ (তিন) টি স্বাক্ষরিত চেকের পাতা নিতে হবে।

খ) **জামানতসহ ঋণঃ** ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হতে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে সহজামানত গ্রহণ করতে হবে এবং ঋণ গ্রহিতা/গ্যারান্টারের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাইয়ের প্রমাণপত্র হিসাবে হাল খাজনার দাখিলাসহ জমির মূল দলিলপত্রাদি (এসএ/আরএস/বিএস/সিটি জরিপ পর্চা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মিউটেশনের কপি) ঋণ বিতরণের পূর্বে ব্যাংকের হেফাজতে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ১ (এক) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নিজ নামীয় ০৩ (তিন) টি স্বাক্ষরিত চেকের পাতা নিতে হবে।

গ) ঋণের পরিমাণ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা/গ্যারান্টরের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রি মর্টগেজমূলে ব্যাংকের অনুকূলে দায়বদ্ধ থাকবে। পাশাপাশি আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্তে রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা নিতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ১ (এক) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে।

ঘ) একজন গ্যারান্টর সর্বোচ্চ দুইজন ঋণগ্রহীতার গ্যারান্টর হতে পারবেন সেক্ষেত্রে গ্যারান্টরের ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা থাকতে হবে।

<u>৩,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে ঋণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা/গ্যারান্টারের নিকট হতে গৃহিতব্য কাগজপত্র/দলিলপত্রঃ-</u>

পরিচালনা পর্ষদের ২৯.১২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৬ তম সভায় "বিদ্যমান সকল ঋণ (কর্মচারী ঋণ ব্যতীত) ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০১/২০২১ তারিখঃ ০৩.০১.২০২১

<u>০১। ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রেঃ-</u>

এসএ খতিয়ান, সর্বশেষ জরিপের খতিয়ান এবং ঐ খতিয়ান নিজের নামে না থাকলে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট ও মিউটেটেড খতিয়ান।

২। কবলা/দানপত্র/লীজ/দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রেঃ-

(ক) কবলা/দানপত্র/লীজপত্র/দলিলের মুলকপি, (পরিচালনা পর্যদের ২৫.১০.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭২তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-১৬/২০২০ তারিখঃ ১১.১১.২০২০)দেওয়ানী আদালতের রায় ডিক্রির সহিমোহর নকল।

(খ) কবলা/দানপত্র সূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হলে অন্যান্য খতিয়ানের সাথে দলিল গ্রহীতার নামের খারিজা মিউটেটেড পর্চা (পরিচালনা পর্যদের ২৫.১০.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭২তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-১৬/২০২০ তারিখঃ ১১.১১.২০২০)। আদালতের ডিক্রিসূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে মিউটেটেড পর্চা আসল অথবা সহির মোহর নকল।

ঘ) মূল দলিলের অবর্তমানে ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রেঃ (পরিচালনা পর্যদের ২৫.১০.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭২তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-১৬/২০২০ তারিখঃ ১১.১১.২০২০) মূল দলিল হারিয়ে গেলে বা কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা দলিল রেজিস্টার অফিস হতে উত্তোলন করা না হলে রেজিস্টার্ড মর্টগেজ গ্রহণপূর্বক সর্বোচ্চ ৫.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ ম্যানুয়ালে উল্লেখিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে সার্টিফাইড কপির ভিত্তিতে মঞ্জুরী করা যেতে পারে, যেক্ষেত্রে মর্টগেজ করা সম্ভাব নয় সেক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরি করার আইনগত সুযোগ নেই।

ক) মূল দলিল হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে থানায় জিডি এন্ট্রি এবং দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে;

খ) মূল দলিল হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্টেট এর আদালতে এফিডেবিট করতে হবে;

গ) মূল দলিল রেজিস্টার অফিস হতে সময়মত উত্তোলন না করার কারণে তা রেজিস্টার কর্তৃক বিনষ্ট করা হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে মূল দলিল নষ্ট হয়েছে মর্মে রেজিস্টার প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করতে হবে;

ঘ) মূল দলিল রেজিস্টার অফিস হতে বের না হয়ে সেক্ষেত্রে মূল দলিল উত্তোলনের জন্য এস.আর.ও (দলিল উত্তোলনের রশিদ) এর মূল কপি ঋণ নথিতে সংর·ণ করতে হবে ও সার্টিফাইড কপি ও এস.আর.ও (দলিল উত্তোলনের রশিদ) এর বিপরীতে ঋণ বিতরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। অত:পর মূল দলিল রেজিস্টার অফিস হতে যথাসময়ে সংগ্রহের পর উহা ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে;

ঙ) রেভিনিউ অফিস ও রেজিস্টার অফিস তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট শাখাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আবেদনকারীর প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তি ইত:পূর্বে হস্তান্তর বা বন্ধক দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে নন-এনকামব্রান্স সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে;

চ) শাখা কর্তৃক প্রস্তাবিত জামানতি সম্পত্তি সরেজমিনে তদন্ত করে জমির স্বত্ব দখল সঠিক আছে মর্মে নিশ্চিত হতে হবে;

ছ) হালনাগাদ খাজনা রশিদ গ্রহণ করতে হবে;

জ) ঋণ আদায়ের অধিকতর নিশ্চয়তা বিধানকল্পে ঋণ গ্রহীতার অন্য কোন সম্পত্তি থাকলে বা গ্যারান্টারের মালিকানাধীন অন্যান্য সম্পত্তির প্রয়োজনে বিক্রয় করে ঋণ আদায় করা যাবে মর্মে ঋণ গ্রহীতা অথবা/এবং গ্যারান্টারের নিকট হতে ৩০০/- টাকার নন্-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ এবং সম্পত্তিটি হস্তান্তর হয়নি এবং দখল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

(ঙ) জামানতি সম্পত্তির বিষয়ে আইনগত মতামতঃ

ক) ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য (প্রয়োজন বোধে) আইনগত মতামত গ্রহন করা যাবে। (পরিচালনা পর্যদের ২৯.১২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৬ তম সভায় "বিদ্যমান সকল ঋণ (কর্মচারী ঋণ ব্যতীত) ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০১/২০২১ তারিখঃ ০৩.০১.২০২১)

খ) ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতি সম্পত্তির আইনগত মতামত গ্রহন করতে হবে (পরিচালনা পর্যদের ২৯.১২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৬ তম সভায় "বিদ্যমান সকল ঋণ (কর্মচারী ঋণ ব্যতীত) ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০১/২০২১ তারিখঃ ০৩.০১.২০২১)। আইনগত মতামতের সুপারিশ

যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে (পরিচালনা পর্ষদের ২৫.১০.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭২তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-১৬/২০২০ তারিখঃ ১১.১১.২০২০)।

(চ) রেজিষ্ট্রি বন্ধক গ্রহন

ক) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতি সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি বন্ধক করতে হবে।

(ছ) দায়-মুক্তি সনদ গ্রহন (সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস হতে)

ক) ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য (প্রয়োজন বোধে) দায়-মুক্তি সনদ গ্রহন করা যাবে (পরিচালনা পর্ষদের ২৯.১২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৬ তম সভায় "বিদ্যমান সকল ঋণ (কর্মচারী ঋণ ব্যতীত) ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০১/২০২১ তারিখঃ ০৩.০১.২০২১)।

খ) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতি সম্পত্তির দায়-মক্তি সনদ গ্রহন করতে হবে।

বাজারমুল্যে নির্ধারন করতে হবে। সম্পত্তির মূল্য কমপক্ষে সুপারিশকৃত ঋণের ন্যূনতম ১.৫০ গুন হতে হবে। ভূমি ও অবকোঠামোর মুল্য পৃথক পৃথক ভাবে নির্ধারন করতে হবে।

(১৮) পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধকী হিসাবে গ্রহনঃ

ভুমি সংস্কার বিষয়ক ১৯৮৪ সনের ১০ নং অধ্যাদেশের আওতায় পল্লী এলাকার বসতবাড়ীর মালিককে আইনের কোন বিধান দ্বারা উচ্ছেদ করা যাবেনা। তদপ্রেক্ষিতে, পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধক হিসাবে গ্রহন করা সমিচীন হবেনা।

(১৯) ঋণের চার্জ ডকুমেন্টঃ পরিচালনা পর্ষদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১

ক) ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রেঃ

১। ডিপি নোট-৫০ টাকার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।
২। প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সকল অস্থাবর সম্পত্তি/মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে রাখার জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হাইপোথিকেশন ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।
৩। Letter of continuity-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত (বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে)।
৪। Letter of disbursement-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।
৫। Letter of arragement-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।
৬। ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।
৭। Memorandum of cheque-(ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।
৮। তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।
৯। ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহণে সম্মত আছে এ মর্মে ঋণগ্রহীতার সম্মতিপত্র (Letter Of consent) নিতে হবে।
১০। মেমোরেন্ডাম অফ টাইটেল ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

খ) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ঋণের ক্ষেত্রেঃ

উপোরোক্ত (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঋণের চার্জ ডকুমেন্টসহ নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রাদি সম্পন্ন করতে হবে।

১। ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে এবং রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল ও আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে।

২। বন্ধকদাতা তৃতীয় পক্ষ হলে বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি এবং ১ম শ্রেণীর হাকিম আদালতে হলফনামা নিতে হবে। রেজিষ্টার্ড বন্ধকী দলিল এবং আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে।

(২০) পূণর্বাসন ঋণ আবেদনের প্রাক যোগ্যতামূলক কাগজপত্রঃ

ক) ঋণ আবেদনপত্র (নির্ধারিত ফরমে) (পরিচালনা পর্যদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১)।

খ) আবেদনকারীর সদ্য তোলা ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি/পাসপোর্ট/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র। (পরিচালনা পর্যদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১)

গ) হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (যদি না থাকে কারন উল্লেখ করতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরনসহ প্রকল্পের ঠিকানা (আয়-ব্যয় বিবরনী সহ) । নতুন প্রকল্প হলে সম্ভাব্য আয়-ব্যয় বিবরণী আগামী ০২ (দুই বছরের)

ঙ) প্রকল্পের স্থানঃ

১) ভাড়া/লীজের চুক্তিপত্রের ফটোকপি এবং Letter of Disclaimer নিতে হবে (পরিচালনা পর্যদের ২৮.০২.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১)।

২) নিজস্ব হইলে মালিকানার প্রমানপত্র

চ) পুরানো প্রকল্প হলে ২ বছরের লাভ লোকসান হিসাব।

ছ) প্রকল্পে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব বিনিয়োগের ঘোষণাপত্র।

জ) জামানতি সম্পত্তির ফটোকপি।

ঝ) বিদেশ থেকে প্রত্যাগমন সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রের ফটোকপি।

ঞ) প্রশিক্ষন/অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (পরিচালনা পর্যদের ২৮.০২২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৮ তম সভায় অনুমোদিত, পরিপত্র নং-০৮/২০২১ তারিখঃ ০৩.০৩.২০২১)।

ট) ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ-

১) ব্যক্তিগত ঋণের বিবরণ। (অন্য কোন ঋণ তার বিবরণী)

২) কোন সংস্থা, এনজিও, ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে থাকলে তার বিবরণ।

৩) ঋণ খেলাপী কিনা (হ্যাঁ/না)

----o----

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয় ,ঢাকা
ঋণ ও অগ্রিম ডিপার্টমেন্ট

পুনর্বাসন ঋণের নতুন খাতের মেয়াদকাল ও পরিশোধ সূচীর নমুনাঃ

ক্রম	ঋণের খাত/প্রকল্প	ঋণের মেয়াদ (সর্বোচ্চ)	গ্রেস/ মরাটেরিয়াম পিরিয়ড	ঋণ পরিশোধ-সূচী (সর্বোচ্চ)
০১	চা বাগান	০৫ বছর	১ বছর	মাসিক কিস্তিতে
০২	চা/কফি বিক্রির অনটাইম কাপ তৈরির ব্যাবসা।	০২ বছর	১ মাস	মাসিক কিস্তিতে
০৩	মাল্টা চাষ	০৫ বছর	১ বছর	মাসিক কিস্তিতে
০৪	এভোকাডো চাষ	০৫ বছর	২ বছর	মাসিক কিস্তিতে
০৫	কাজু বাদাম চাষ	০৫ বছর	৩ বছর	মাসিক কিস্তিতে
০৬	কাঠ বাদাম চাষ	০১ বছর	৬ মাস	মাসিক কিস্তিতে
০৭	ড্রাগন ফল চাষ	০৫ বছর	২ বছর	মাসিক কিস্তিতে
০৮	ভুট্টা চাষ	০১ বছর	৬ মাস	মাসিক কিস্তিতে
০৯	কলা চাষ	০১ বছর	১১ মাস	মাসিক কিস্তিতে
১০	আখ চাষ	০২ বছর	১ বছর	মাসিক কিস্তিতে
১১	আনারস চাষ	০২ বছর	১৮ মাস	মাসিক কিস্তিতে
১২	নেপিয়ার ঘাস চাষ	০১ বছর	২ মাস	মাসিক কিস্তিতে
১৩	এলোভেরা চাষ	০২ বছর	৬ মাস	মাসিক কিস্তিতে
১৪	ঝুট (গার্মেন্টস)	০১ বছর	১ মাস	মাসিক কিস্তিতে
১৫	টিউলিপ ফুল চাষ	০১ বছর	১ মাস	মাসিক কিস্তিতে
১৬	সূর্যমুখী ফুলের চাষ	০১ বছর	৬ মাস	মাসিক কিস্তিতে
১৭	লেদ মেশিন ক্রয়	০৩ বছর	১ মাস	মাসিক কিস্তিতে
১৮	পুরতন কাগজের ব্যবসা	০১ বছর	১ মাস	মাসিক কিস্তিতে
১৯	ডিম হতে বাচ্ছা ফুটানোর মেশিন	০১ বছর	১ মাস	মাসিক কিস্তিতে
১৯	সাধারন ও ফ্যাশেবল মোমবাতি তৈরি	০২ বছর	১ মাস	মাসিক কিস্তিতে
২০	ইন্টেরিয়র এন্ড এক্সটারনাল ডেকোরেশন,	০২ বছর	১ মাস	মাসিক কিস্তিতে

উপরোক্ত খাত ব্যতীত দেশের বিদ্যমান আইন/সময় সময় সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা মোতাবেক নিষিদ্ধ নয় এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উৎপাদনশীল/বাণিজ্যিক/সেবামুলক যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঋণের খাত হিসাবে বিবেচিত হবে। উপরোক্ত খাতের বাইরে কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড, পরিশোধ সূচী যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০
www.pkb.gov.bd

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

নং ৫৩.১৬.২৬৬৬.৯১১.০২.০০৩.২৫-৩৮৯

তারিখঃ ১৩.০১.২০২৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ নীতিমালা (সংশোধিত) জারি প্রসঙ্গে।

পরিচালনা পর্ষদের ২৪.১২.২০২৪ তারিখের ১২৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত "অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ নীতিমালা" (পরিপত্র নং ০১/২০২৫; তারিখঃ ১৩.০১.২০২৫ খ্রিঃ) সকলের সদয় অবগতি ও কার্যার্থে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২.০ এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে। এতদ্বারা এ সংক্রান্ত পূর্বের নীতিমালা রহিত করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক (০৭) পাতা।

(মোঃ হারুন-অর রশীদ) ১৩/১/২০২৫
উপমহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

অঞ্চল প্রধান/শাখা ব্যবস্থাপক (সকল)
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়): সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১. বিভাগীয় প্রধান, প্রিন্সিপাল ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
২. বিভাগীয় প্রধান, আইটি সিস্টেমস ও সাইবার সিকিউরিটি বিভাগ (অত্র ব্যাংকের ওয়েবসাইটে সংশোধিত "অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ নীতিমালা" আপলোডকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ);
৩. বোর্ড সচিব, পর্ষদ সচিবালয়, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্যে);
৫. উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্যে);
৬. মহাব্যবস্থাপক পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্যে);
৭. অফিস কপি।

১৩/০১/২৫
(মাশকুরা সুলতানা ইভা)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

(৫)

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

পরিপত্র নং: ০১/২০২৫

তারিখঃ ১৩.০১.২০২৫ খ্রিঃ

অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ নীতিমালা (সংশোধিত)

বাংলাদেশী কোন নাগরিক বৈধভাবে চাকুরীর উদ্দেশ্যে বিদেশে অবস্থান করলে ঐ ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল পরিবারের যে কোন সদস্য (পিতা, মাতা, স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, ভাই, বোন) এবং বিদেশ হতে প্রত্যাগমন করলে সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি বা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের যে কোন সদস্য (পিতা, মাতা, স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, ভাই, বোন) কে ব্যাংক সহজ শর্তে জামানতবিহীন/ জামানতসহ ঋণ প্রদান করবে যা "অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ" হিসাবে বিবেচিত হবে।

(০১) **অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ এর খাতসমূহঃ**

(ক) কৃষি খাতঃ ১. মৎস্য সম্পদ
২. প্রাণী সম্পদ

(খ) কুটির শিল্প/ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্প

(গ) বাণিজ্যিক খাত।

(০২) **ঋণের ধরনঃ**

(ক) প্রকল্প ঋণ (Project Loan);

(খ) চলতি পুঁজি/নগদ ঋণ (Working Capital)

(০৩) **ঋণ সীমাঃ**

প্রকল্প ঋণ ও চলতি পুঁজি/নগদ ঋণ এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা।

(০৪) **ঋণের প্রকৃতিঃ**

(ক) **জামানতবিহীন ঋণঃ** জামানতবিহীন ঋণ সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ২ (দুই) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নিজ নামীয় ০৩ (তিন) টি স্বাক্ষরিত চেকের পাতা নিতে হবে।

(খ) **জামানতসহ ঋণঃ** ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হতে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে সহজামানত গ্রহণ করতে হবে এবং ঋণ গ্রহীতা/গ্যারান্টরের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাইয়ের প্রমাণপত্র হিসাবে হাল খাজনার দাখিলাসহ জমির মূল দলিলপত্রাদি (এসএ/আরএস/বিএস/সিটি জরিপ পর্চা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মিউটেশনের কপি) ঋণ বিতরণের পূর্বে ব্যাংকের হেফাজতে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ১ (এক) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে নিজ নামীয় ০৩ (তিন) টি স্বাক্ষরিত চেকের পাতা নিতে হবে।

(গ) ঋণের পরিমাণ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা/গ্যারান্টরের মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রি মর্টগেজমূলে ব্যাংকের অনুকূলে দায়বদ্ধ থাকবে। পাশাপাশি আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্ত রেজিস্টার্ড আমমোক্তারনামা নিতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ১ (এক) জন গ্যারান্টরের গ্যারান্টি নিতে হবে।

(ঘ) একজন গ্যারান্টর সর্বোচ্চ দুইজন ঋণ গ্রহীতার গ্যারান্টর হতে পারবেন; সেক্ষেত্রে গ্যারান্টরের ঋণ পরিশোধে সক্ষমতা থাকতে হবে।

(০৫) **ঋণ পাওয়ার যোগ্যতাঃ**

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

(খ) প্রকল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এলাকায় অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখায় ঋণের আবেদন করতে হবে।

(গ) বয়স ১৮ থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে হতে হবে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

(ঘ) অভিবাসী পরিবারের যে সদস্য বিদেশে আছেন/দেশে প্রত্যাগমন করেছেন তার প্রমাণপত্র সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র (পাসপোর্ট বহির্গমন সীলযুক্ত পাতাসহ, ভিসার কপি/স্মার্টকার্ড/অন্যান্য কাগজপত্র) ফটোকপি।
(ঙ) অভিবাসী/দেশে প্রত্যাগত ব্যক্তির অনুরোধপত্র নিতে হবে।
(চ) প্রকল্প/প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা/প্রশিক্ষণ থাকতে হবে (স্বপক্ষে প্রমাণপত্র থাকলে নিতে হবে। প্রমাণপত্র না থাকলে শাখা ব্যবস্থাপক যাচাই করে ঋণ দিতে পারবেন)।
(ছ) অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/এনজিও অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি ব্যক্তি ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না (শাখার অধিক্ষেত্রের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গোপনীয় মতামত নিতে হবে)।
(জ) উন্মাদ, দেউলিয়া, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামী ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।
(ঝ) অভিবাসী ব্যক্তি অত্র প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি হলে তার পরিবারের কোন সদস্য বা নিকটতম আত্নীয় অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

(০৬) (ক) **ঋণের আবেদন ফরমঃ** আবেদনকারীকে বিনামূল্যে আবেদন ফরম বিতরণ করতে হবে।
(খ) **প্রসেসিং ফিঃ** ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ০.৫০% প্রসেসিং ফি (সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা) প্রদান করতে হবে। ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে প্রসেসিং ফি (ভ্যাটসহ) ঋণ গ্রহীতার এ ব্যাংকের সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবে জমাপূর্বক সংশ্লিষ্ট খাতে স্থানান্তর করতে হবে। সার্ভিস চার্জ বাবদ কোন ফি আরোপ/আদায় করা যাবে না।
(গ) **ডকুমেন্টেশন ফিঃ** ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ০.৫০% ডকুমেন্টেশন ফি (সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা) প্রদান করতে হবে এবং ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ডকুমেন্টেশন ফি (ভ্যাটসহ) ঋণ গ্রহীতার এ ব্যাংকের সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবে জমাপূর্বক সংশ্লিষ্ট খাতে স্থানান্তর করতে হবে।

(০৭) **ঋণের গ্যারান্টরের যোগ্যতাঃ**
ঋণ পরিশোধে সক্ষম ঋণ আবেদনকারীর পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী/ভাই/বোন/নিকটতম আত্নীয় এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন ব্যক্তি যিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল ও সমাজে গণ্যমান্য তিনিও গ্যারান্টর হতে পারবেন।

(০৮) **সুদের হারঃ**
সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সুদের হার অত্র ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুদের হার হবে পুরুষ ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯% এবং মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৭% (সরল সুদ)।

(০৯) **ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতঃ**
ক) প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি (ব্যাংকঃ গ্রাহক) অনুপাত হবে ৭০ : ৩০।
খ) ক্যাশ ক্রেডিট/ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল ঋণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মার্জিন ৪০%।

(১০) **চলতি হিসাব/সঞ্চয়ী হিসাবঃ**
ঋণ বিতরণের পূর্বে অত্র ব্যাংকে ন্যূনতম ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা জমা করে চলতি হিসাব/৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা জমা করে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং অন্য যে কোন তফসিলি ব্যাংকে চলতি হিসাব/সঞ্চয়ী হিসাব থাকতে হবে।

(১১) **ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতাঃ**
(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সর্বোচ্চ ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর আংশিক বা সামগ্রিকভাবে অর্পণ (Delegation) করতে পারবেন।
(খ) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাময়িকভাবে রহিত/স্থগিত করতে পারবেন।
(গ) ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদকে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

(১২) **হিসাব পদ্ধতিঃ** আলোচ্য ঋণের সুদ চার্জ ইত্যাদির হিসাব পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

(ক) ৯% সরল সুদ হারে EMI (Equal Monthly Installment) পদ্ধতিতে সুদ আরোপ করতে হবে।

(খ) খেলাপী ঋণ গ্রহীতার হিসাবে মেয়াদোত্তীর্ণের পরবর্তী সময় নির্ধারিত সুদের হারের সাথে অতিরিক্ত ২% হারে সুদ চার্জ হবে।

(১৩) **সহজামানতভব্য সম্পত্তির বিষয়ে আইনগত মতামতঃ**

সহজামানতভব্য ঋণের ক্ষেত্রে আইনগত মতামত গ্রহণ করতে হবে (আইনগত মতামতের ফি গ্রাহক বহন করবেন)। এ ক্ষেত্রে ঋণ আবেদনের সময় জামানতভব্য সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল পত্রাদি শাখায় জমা দিতে হবে।

(১৪) **জামানতভব্য সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণঃ**

জামানতভব্য সম্পত্তির বাজার দর (Market Value) এবং মৌজা মূল্য এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম তার ন্যূনতম ১.৫০ গুণ সহজামানত হিসেবে নিতে হবে।

(১৫) **পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধকী হিসাবে গ্রহণঃ**

ভূমি সংস্কার বিষয়ক ১৯৮৪ সনের ১০নং অধ্যাদেশের আওতায় পল্লী এলাকার বসতবাড়ীর মালিককে আইনের কোন বিধান দ্বারা উচ্ছেদ করা যাবে না। তদ্প্রেক্ষিতে, পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। বসতবাড়ী ৩৩ শতাংশ বাদ দিয়ে অতিরিক্ত হলে বন্ধক হিসেবে অতিরিক্ত অংশ নেয়া যাবে, তবে তা সুচিহ্নিত হতে হবে ও যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বন্ধককালে তফসিলে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(১৬) **রেজিষ্ট্রি বন্ধক গ্রহণঃ**

(ক) ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতকৃত সম্পত্তি রেজিস্ট্রি বন্ধক করতে হবে (রেজিস্ট্রি বন্ধক ফি গ্রাহক বহন করবেন)।

(খ) বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল পত্রাদির মেমোরেন্ডাম অফ টাইটেল ডিড নিতে হবে।

(১৭) **বিতরণ পদ্ধতিঃ**

৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মঞ্জুরিকৃত ঋণ ০১ টি কিস্তির মাধ্যমে এবং ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে মঞ্জুরিকৃত ঋণ ন্যূনতম ০২ টি এবং সর্বোচ্চ ০৫ টি কিস্তির মাধ্যমে উদ্যোক্তার নামে A/CPayee/Order চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। প্রতিটি কিস্তির অর্থ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী কিস্তি বিতরণ করতে হবে।

(১৮) **ঋণের উদ্দেশ্য/খাতঃ**

দেশের বিদ্যমান আইন/সময় সময় সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা মোতাবেক নিষিদ্ধ নয় এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উৎপাদনশীল/বাণিজ্যিক/সেবামূলক যে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঋণের খাত হিসাবে বিবেচিত হবে। নিম্নে খাতসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) কৃষি খাতঃ

(১) মৎস্য সম্পদঃ

- ❖ মৎস্য চাষ : কার্প জাতীয়-রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি
- ❖ মৎস্য চাষ : ক্যাট ফিস-পাংগাস, বোয়াল, পাবদা, টেংরা, মাগুর, শিং ইত্যাদি
- ❖ মৎস্য চাষ : তেলাপিয়া, ভেটকি, চিতল, কৈ, থাই কৈ, শোল, গজার, পুঁটি ইত্যাদি
- ❖ মৎস্য চাষ : চিংড়ি
- ❖ মৎস্য চাষ: (মিশ্র)
- ❖ মাছ চাষ : অন্যান্য।

(২) প্রাণী সম্পদঃ

(২.১) পোল্ট্রি ফার্মঃ

- মুরগী (লেয়ার, ব্রয়লার, কক) খামার
- হাঁস/রাজহাঁস খামার
- পোল্ট্রি ফার্ম (অন্যান্য)।

(২.২) গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প

- গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প
- মহিষ মোটাতাজাকরণ প্রকল্প
- গবাদিপশু (অন্যান্য) মোটাতাজাকরণ প্রকল্প।

(২.৩) দুগ্ধ খামারঃ

- গরুর দুগ্ধ খামার
- ছাগলের দুগ্ধ খামার
- ভেড়া/মহিষের দুগ্ধ খামার
- দুগ্ধ খামার (অন্যান্য)।

(খ). কুটির শিল্প/ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পঃ

- মৃৎ শিল্প
- ব্লক-বাটিক প্রিন্টিং
- গ্রামীণ স্যানিটারী সামগ্রী তৈরী
- তাঁত/বুনন শিল্প
- নকশী কাঁথা তৈরী
- কাঠের/স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী
- ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প (অন্যান্য)।

(গ). বাণিজ্যিক খাতঃ

- মুদি/মনোহরী
- ডিপার্টমেন্টাল স্টোর
- কাপড়ের ব্যবসা/তৈরী পোষাক ব্যবসা
- প্রাণী খাদ্য/মৎস্য খাদ্য বিক্রয়
- ধান/চাল/অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়
- সার/বীজ/কীটনাশক ব্যবসা
- পার্টসের দোকান
- ইলেকট্রিক সামগ্রী
- ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী
- ঔষধ ব্যবসা
- জুতার ব্যবসা
- ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়
- হার্ডওয়্যার ব্যবসা
- আসবাবপত্র বিক্রয়
- কম্পিউটার দোকান
- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং/গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ
- বাণিজ্যিক খাত (অন্যান্য)।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

(১৯) **ঋণের মেয়াদঃ**

ঋণের প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, আকার ও সম্ভাব্য সুদ এবং ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর নির্ধারণ করা হবে।

ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধ সূচীর তালিকাঃ

ক্রম	ঋণের খাত/প্রকল্প	ঋণের মেয়াদ (সর্বোচ্চ)	গ্রেস/মরাটেরিয়াম পিরিয়ড	ঋণ পরিশোধসূচী (সর্বোচ্চ)	বিতরণের সময়কাল
১.	মৎস্য চাষ (কার্প জাতীয় মাছ)	০২ বছর	২৭০ দিন (০৯ মাস)	১৫ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২.	মৎস্য চাষ (ক্যাট ফিস)	০২ বছর	২৭০ দিন (০৯ মাস)	১৫ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৩.	মৎস্য চাষ (তেলাপিয়া, ভেটকি, চিতল, থাই কৈ ইত্যাদি)	০২ বছর	০৩ মাস	প্রতি ৩ মাস অন্তর ৮ টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৪.	মৎস্য চাষ (চিংড়ি)	০২ বছর	২৭০ দিন (০৯ মাস)	১৫ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৫.	মৎস্য চাষ (মিশ্র)	০২ বছর	০৬ মাস	১৮ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৬.	ব্রয়লার মুরগীর খামার	০২ বছর	১০ দিন	৪৫ দিন পর পর ১৬ টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী
	কক মুরগীর খামার	০২ বছর	০২ মাস	০২ মাস অন্তর ১২ টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৭.	লেয়ার মুরগীর খামার	০২ বছর	১৮০ দিন (০৬ মাস)	১৮ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৮.	পোল্ট্রি ফার্ম (হাঁস)	০১ বছর	০৬ মাস	০৬ মাস অন্তর ২ টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৯.	গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ (গরু, মহিষ ইত্যাদি)	০১ বছর	১১ মাস	১১ মাস পর এককালীন	বছরব্যাপী
১০.	দুগ্ধ খামার	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১১.	মৃৎ শিল্প	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১২.	ব্লক-বাটিক প্রিন্টিং	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৩.	গ্রামীণ স্যানিটারী সামগ্রী তৈরী	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৪.	তাঁত/বুনন শিল্প	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৫.	নকশী কাঁথা তৈরী	০১ বছর	০১ মাস	১১ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৬.	কাঠের/স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী	০২ বছর	০১ মাস	২৩ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৭.	মুদি/মনোহরী	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৮.	ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
১৯.	কাপড়ের ব্যবসা/তৈরী পোষাক ব্যবসা	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২০.	প্রাণী খাদ্য/মৎস্য খাদ্য বিক্রয়	০২ বছর	০১ মাস	২৩ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২১.	ধান/চাল/অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়	০২ বছর	০১ মাস	২৩ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২২.	সার/বীজ/কীটনাশক ব্যবসা	০২ বছর	০১ মাস	২৩ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৩.	পার্টসের দোকান	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৪.	ইলেকট্রিক সামগ্রী	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৫.	ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৬.	ঔষধ ব্যবসা	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৭.	জুতার ব্যবসা	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
২৮.	ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী

ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধ সূচীর তালিকাঃ					
ক্রম	ঋণের খাত/প্রকল্প	ঋণের মেয়াদ (সর্বোচ্চ)	গ্রেস/মরাটেরিয়াম পিরিয়ড	ঋণ পরিশোধসূচী (সর্বোচ্চ)	বিতরণের সময়কাল
২৯.	হার্ডওয়্যার ব্যবসা	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৩০.	আসবাবপত্র বিক্রয়	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৩১.	কম্পিউটার দোকান	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী
৩২.	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং/গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ	০৫ বছর	০১ মাস	৫৯ টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী

বিঃ দ্রঃ উপরিউক্ত খাতের বাইরে কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড, পরিশোধ সূচী যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

(২০) **ঋণের চার্জ ডকুমেন্টঃ**

(ক) ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রেঃ

(১) ডিপি নোট-(সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে) রেভিনিউ স্ট্যাম্পযুক্ত।
(২) প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সকল অস্থাবর সম্পত্তি/মালামাল ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে রাখার জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হাইপোথিকেশন ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ স্ট্যাম্পযুক্ত।
(৩) Letter of continuity-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ স্ট্যাম্পযুক্ত (বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে)।
(৪) Letter of disbursement-(স্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।
(৫) Letter of arragement-(স্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।
(৬) ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার-(স্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।
(৭) Memorandum of cheque-(স্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই)।
(৮) তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ স্ট্যাম্পযুক্ত।
(৯) ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহণে সম্মত আছে-এ মর্মে ঋণ গ্রহীতার সম্মতিপত্র (Letter Of consent) নিতে হবে।
(১০) মেমোরেন্ডাম অফ টাইটেল ডিড-৩০০/- (তিনশত) টাকার এ্যাডহেসিভ স্ট্যাম্পযুক্ত।

(খ) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রেঃ উপরিউক্ত (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঋণের চার্জ ডকুমেন্টসহ নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রাদি সম্পন্ন করতে হবেঃ

(১) ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে এবং রেজিস্টার্ড বন্ধকী দলিল ও আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে।
(২) বন্ধকদাতা তৃতীয় পক্ষ হলে বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি এবং ১ম শ্রেণীর হাকিম আদালতে হলফনামা নিতে হবে। রেজিস্টার্ড বন্ধকী দলিল এবং আমমোক্তারনামা দলিল নিতে হবে।

(২১) **'অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ' (জামানতবিহীন ও জামানতসহ) এর আবেদনের প্রাক যোগ্যতামূলক কাগজপত্রঃ**

(ক) ঋণ আবেদনপত্র (নির্ধারিত ফরমে)।
(খ) আবেদনকারীর সদ্য তোলা ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি/পাসপোর্ট/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।
(গ) গ্যারান্টরের সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি/পাসপোর্ট/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।
(ঘ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(ঙ) প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণসহ প্রকল্পের ঠিকানা (আয়-ব্যয় বিবরণীসহ)। নতুন প্রকল্প হলে সম্ভাব্য আয়-ব্যয় বিবরণী পরবর্তী ১ (এক বছরের)।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

(চ) প্রকল্পের স্থানঃ
  (১) দোকান/গোডাউন ভাড়ার ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র এবং Letter of Disclaimer নিতে হবে।
  (২) নিজস্ব হইলে মালিকানার প্রমাণপত্র।
  (৩) ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে অঞ্চল প্রধান/প্রতিনিধি এবং শাখা ব্যবস্থাপকের সমন্বয়ে Financial feasibility study করে ঋণ প্রদানের যৌক্তিকতা যাচাই করে প্রত্যয়ন দিতে হবে।

(ছ) প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(জ) ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ
  (১) ব্যক্তিগত ঋণের বিবরণ (অন্য কোন ঋণ থাকলে তার বিবরণী)।
  (২) কোন সংস্থা, এনজিও, ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে থাকলে তার বিবরণ।
  (৩) ঋণ খেলাপী কিনা (হ্যাঁ/না)।

(ঝ) প্রস্তাবিত ঋণ গ্রহীতাদের সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ সাপেক্ষে অত্র নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে (পরিচালনা পর্ষদের ২৭.০৫.২০২৪ তারিখর ১২২তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে)।

(২২) **'অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ' এর প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণে জামানতসহ ঋণের একটি চেকলিস্টঃ** ক্রমিক নং ২১ এ উল্লিখিত কাগজপত্রাদিসহ নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি রাখতে হবেঃ

(১) সহজামানত সম্পত্তির মূল দলিল।
(২) বায়া দলিলের সার্টিফাইড কপি/রেকর্ডের কপি।
(৩) সিএস, এসএ, আরএস এবং বিএস পর্চার মূলকপি।
(৪) নামজারী পর্চা।
(৫) নামজারীর প্রসেডিংস এন্ড অর্ডার সীটের সার্টিফাইড কপি।
(৬) ডি সি আর।
(৭) হাল সন পর্যন্ত খাজনা রশিদ।
(৮) দায়মুক্ত সনদ।
(৯) হোল্ডিং ট্যাক্স রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
(১০) তৃতীয় পক্ষীয় সম্পত্তির মালিকের ঘোষণাপত্র ও অঙ্গীকারপত্র এবং ছবি (ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক সত্যায়িত)।
(১১) শাখা ব্যবস্থাপক ও প্রকৌশলী (সহকারী প্রকৌশলীর সমমর্যাদার নীচে নহে) কর্তৃক সহজামানত সম্পত্তির মূল্যায়ন পত্র।
(১২) মূল দলিল শাখায় সংগৃহীত/জামানতকৃত রয়েছে মর্মে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিশ্চয়তাপত্র প্রদান এবং সেইফ ইন সেইফ আউট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
(১৩) এজমালি সম্পত্তি হলে রেজিস্টার্ড বন্টননামা।
(১৪) শাখা প্রধান/অঞ্চল প্রধানের আওতাধীন চুক্তি ভিত্তিক আইনজীবির আইনী মতামত।
(১৫) সহজামানতি সম্পত্তি সরকারের হুকুম দখলমুক্ত প্রত্যয়নপত্র।
(১৬) সহজামানতি সম্পত্তি মালিকের দখলে আছে মর্মে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র।
(১৭) সার্ভেয়ার কর্তৃক সহজামানত সম্পত্তির লোকেশন ম্যাপ এবং সম্পত্তিসহ অবকাঠামোর ফটো সংযুক্ত করতে হবে।
(১৮) মৌজা ম্যাপ।
(১৯) প্রস্তাবিত ঋণ গ্রহীতাদের সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ সাপেক্ষে অত্র নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে (পরিচালনা পর্ষদের ২৭.০৫.২০২৪ তারিখর ১২২তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে)।
(২০) Letter of consent নিতে হবে।
(২১) মালামালের স্টক রিপোর্ট নিতে হবে (বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে)।

১৩/০৯/২৫
(মাশকুরা সুলতানা ইভা)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

২১/৭/২০২৫
(মোঃ হারুন অর রশীদ)
উপমহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান